

PRESENTED BY
Rai Bahadur Gobindlal Bonnerjee,
"LOTUS LODGE", Calcutta.

স্ততিকুসুমାঞ্জলিঃ ।

কলিকাতা “কমলকুঞ্জ” ভাগবত-ধর্মসভার আচার্য্য
রায় পণ্ডিত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন বাহাদুর
কর্তৃক সংকলিত ও বঙ্গভাষায় পद्यानुवाद-সমন্বিত ।

— :: —

কলিকাতা

১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন, “কমলকুঞ্জ” হটতে

শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক প্রকাশিত ।

শারদী পূর্ণিমা

১৩৫৮

মূল্য আট আনা ।

“ନନ୍ଦନ ପ୍ରେସ”

୩୨ ନଂ ମିର୍ଜାପୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ, କଲିକାତା ।

ଶ୍ରୀହରଥଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ କର୍ତ୍ତୃକ ମୁଦ୍ରିତ

উৎসর্গ ।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণাবিন্দেষু—

শ্রীপদে প্রণমি প্রভো ! পুরুষ-প্রধান,
দিব্যজ্যোতির্শ্রয় দেব ! করুণা-নিধান,
অনাদি অদ্বৈত তুমি ত্রিগুণ-অতীত
নররূপী ভগবান্ ভবে বিরাজিত,
অচিন্ত্য অব্যক্ত তব অপার মহিমা
আগম-নিগমে তার নাহি পাই সীমা,
জানিনা স্বরূপ তব আমি ক্ষুদ্রমতি
এই মাত্র জানি তুমি অগতির গতি,
প্রশান্ত সচ্চিদানন্দ মূরতি তোমার
মানস-মন্দিরে নিত্য হেরি অনিবার,
জাঁখি-জলে অভিষেক করি শ্রীচরণ
“স্তুতির কুমুদাঞ্জলি” করিহু অর্পণ,
রূপা করি লহ নাথ ! তুচ্ছ উপহার
পাপী তাপী কাঙ্ক্ষালের কিছু নাহি আর ।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
গোবিন্দলাল ।

সূচীপত্র ।

প্রাতঃস্মরণাষ্টকম্	পৃষ্ঠাঙ্ক	১
মাতৃস্তুতিঃ	”	৪
পিতৃস্তুতিঃ	”	৭
গুরুপ্রণতিঃ	”	৯
গঙ্গাস্তোত্রম্ (শঙ্করাচার্য্যাকৃতম্)	”	১৩
গঙ্গাষ্টকম্ (বাল্মীকিবিরচিতম্)	”	২০
নবগ্রহস্তোত্রম্	”	২৫
শিবকল্পতরুস্তোত্রম্	”	২৯
শিবাষ্টকম্	”	৩
অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্	”	৩৯
বেদসারশিবস্তবঃ	”	৫৩
মুকুন্দমালা	”	৫৯
ভবান্ধষ্টকম্	”	৭০
দেবীস্তুতিঃ (শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে)	”	৭৪
দুর্গাস্তবরাজঃ (আপদ্ভাকারকল্পে)	”	৮৭
লক্ষ্মীস্তোত্রম্ (দেবগণকৃতম্)	”	৯২
সরস্বতীস্তুতিঃ	”	৯৬
শীতলাস্তোত্রম্	”	৯৭
বর্গীস্তোত্রম্	”	১০১
শ্রীকৃষ্ণবন্দনম্	”	১০৫
প্রাণেশ্বরপঞ্চকম্	”	১০৭
বিশ্বরূপস্তোত্রম্ (অর্জুনকৃতম্)	”	১১০

স্ততিকুসুমাজ্জলিঃ ।

প্রাতঃস্মরণাষ্টকম্ ।

(১)

উগদাদিত্যসঙ্কাশং স্নিগ্ধজ্যোতিস্ময়ং বিভোঃ ।

রূপং প্রাণাভিরামং তৎ প্রাতরন্তঃ স্মরাম্যহম্ ॥

নবোদিত রবিসম স্নিগ্ধ স্নমধুর
জ্যোতিস্ময় সেই দিবা মুরতি বিভূর,
স্মরিলে যা' প্রেমানন্দে ভ'রে উঠে প্রাণ
হৃদয়-কমলে প্রাতে করি আমি ধ্যান ॥ ১ ॥

(২)

ব্রহ্মা নুরারিঙ্গিপুরান্তকারী

ভানুঃ শশী ভূমিস্ততো বৃধশ্চ ।

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহকেতুঃ

কুর্বন্ত সর্বৈ গম স্প্রভাতম্ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি রবি শশধর
ভূমিস্তত বৃধ গুরু শুক্র শনৈশ্চর,
রাত্বে কেতু আদি যত গ্রহদেব আর
সবে মিলে স্প্রভাত করুন আমার ॥ ২ ॥

(৩)

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্ ।

আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

প্রত্যহ প্রভাতে উঠি যে করে স্মরণ

‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ দু’অক্ষর দুর্গতিনাশন,

আপদ বিপদ দুঃখ দূরে যায় তার

অরুণ উদয়ে যথা যায় অঙ্ককার ॥ ৩ ॥

(৪)

অহল্যাদ্রৌপদীকুন্তীতারামন্দোদরী স্তথা ।

পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী,

অতি ভাগ্যবতী ভবে এই পঞ্চ নারী :

ঈহাদের নাম মহাপাতকনাশন

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করিবে স্মরণ ॥ ৪ ॥

(৫)

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ ।

পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ ॥

নিরমল পুণ্যকীর্তি নল নরপতি

পবিত্রচরিত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমতি,

জনকদুহিতা সীতা আর জনার্দন

প্রভাতে এঁদের নাম করিবে স্মরণ ॥ ৫ ॥

স্মৃতিকুসুমাজলিঃ ১

(৬)

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়েব ।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারষাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥

হে নাথ ! চৈতন্যময় প্রভু প্রাণেশ্বর !
লক্ষ্মীকান্ত জনার্দন হে জগদীশ্বর !
তোমারি আদেশ শিরে করিয়া ধারণ
প্রাতঃকালে উঠি তব প্রীতির কারণ,
প্রবেশ করিহু আমি সংসারষাত্রায়
ভক্তিভরে মনে মনে স্মরিয়া তোমায় ॥ ৬ ॥

(৭)

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্যং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।
হুয়া হৃষীকেশ ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

ধর্ম জানি আমি কিন্তু নাহি তাহে মতি
অধর্ম ও জানি তাহে না হয় বিরতি,
হৃষীকেশ ! তুমি হৃদে থাকি অন্তর্ধামি !
যে রূপ করাও করি সেইরূপ আমি ॥ ৭ ॥

স্তুতিকুসুমাজলিঃ ১

(৮)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতিপ্রমাদাৎ ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

দেহ-আত্মা-মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-বচনে
স্বভাব-সংস্কারবশে অথবা অজ্ঞানে,
সকল করম আমি যা' করি যখন
পরব্রহ্ম নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

মাতৃস্তুতিঃ ।

(১)

মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মদয়া সতী ।
দেবী ভূ রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্বদুঃখহা ॥

মাতৃদেবী মর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি মমতার
ব্রহ্মদয়া সতী সর্বজগত-আধার,
দোষবিবজ্জিতা সর্বদুঃখবিনাশিনী
রমণীর শিরোমণি জীবনদায়িনী ॥ ১ ॥

(২)

আরাধ্যা পরমা মায়া দয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ ।

স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥

পরম-আরাধ্যা মাতা পরমা প্রকৃতি

দয়া মায়া শান্তি ক্ষমা অগতির গতি,

স্বাহা-স্বধাস্বরূপিণী দুর্গতিহারিণী

গৌরী পদ্মাবতী জয়া-বিজয়ারূপিণী ॥ ২ ॥

(৩)

দুঃখহন্ত্রী চ নামামি মাতুর্বে পঞ্চবিংশতিঃ ।

শ্রবণাৎ পঠনামিত্যং সর্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥

মাতৃনাম এই পঞ্চবিংশতি প্রকার

ভক্তিভরে উচ্চারিলে নিত্য একবার,

অবহিত চিন্তে কিংবা করিলে শ্রবণ

সকল দুঃগতি-দুঃখ হয় বিমোচন ॥ ৩ ॥

(৪)

দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্য়া মাতরমীশ্বরীম্ ।

মহানন্দং লভেন্নিত্যং নির্বাণকোপপদ্যতে ॥

দুঃখী হোক সুখী হোক করিলে দর্শন

সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃমূর্ত্তি অতুলন,

অতুল আনন্দে পূর্ণ হয় তার প্রাণ

নিত্য দরশনে অস্তে লভে সে নির্বাণ ॥ ৪ ॥



৬

স্তুতিকুসুমাজলিঃ ১

(৫)

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাশুগম্ ।

পরাশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ ॥

পরাশর-মুখজাত মহাশুগাকর

তোমাৰে কহিবু মাতৃস্তোত্র বিপ্রবর !

মাতৃভক্ত অসন্তান যে আছে যেখানে

সবাই শুনিবে ইহা ভক্তিপূৰ্ণ শ্রাৱণে ॥ ৫ ॥

(৬)

যঃ স্তোতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাজং প্রণিপত্য চ ।

প্রায়শ্চিত্তী পাপযুক্তো দুঃখবাংশ্চ স্তখী ভবেৎ ॥

প্রণমি সাক্ষাৎ মাতৃ-চরণকমলে

ভক্তিভরে এই স্তোত্র প্রত্যহ পড়িলে,

পাতকীর সৰ্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত হয়

দুঃখী হয় চিরস্তখী জানিবে নিশ্চয় ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্রথপুরাণোক্তা মাতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা ।

প্রণাম ।

যা দেবী সৰ্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ ॥

প্রণমি প্রণমি তাঁরে নমি অগণিত

সৰ্বভূতে যিনি মাতৃদেবীরূপে স্থিত ।



পিতৃস্তুতিঃ ।

(১)

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্বদেবময়ায় চ ।

সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥

নমি সর্বদেবময় পিতার চরণে
যাহার প্রসাদে জন্ম লভেছি ভুবনে,
সুখদ সুপ্রীত যিনি সন্তুষ্ট সতত
সেই মহাত্মার পদে হইলু প্রণত ॥ ১ ॥

(২)

সর্বযজ্ঞেশ্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে ।

সর্বতীর্থাবলোকায করুণাসাগরায় চ ॥

সর্বযজ্ঞেশ্বর পরব্রহ্মের সমান
স্বর্গসম যিনি সর্বস্বত্বের নিধান,
সর্বতীর্থতুল্য ফল যার দরশনে
নমি সে করুণাসিন্ধু পিতার চরণে ॥ ২ ॥

(৩)

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ।

সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ ॥

সদানন্দ আশুতোষ শিবের মতন
শত অপরাধ সদা ক্ষমেন যে জন,
শুভদাতা সেই পিতৃদেবের চরণে
সতত প্রণাম করি প্রীতিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

স্বতিকুসুমাজলিঃ ১

(৪)

দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

যাঁহা হ'তে ধর্ম্মকর্ম্মসাধন-সহায়
দুর্লভ এ নরদেহ লভেছি ধরায়,
নমি সে পরমগুরু পিতার চরণে
প্রণাম করিহু পুনঃ ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৪ ॥

(৫)

তীর্থস্নানং তপো হোমজপাদি বস্যা দর্শনম্ ।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

তীর্থস্নান জপ তপ যাগ যজ্ঞ আর
সর্ব্বপুণ্যফলপ্রাপ্তি দরশনে যাঁর,
পরমগুরুর পূজ্য গুরু যেই জন
সেই পিতৃদেবপদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥

(৬)

বস্যা প্রণামস্তবনং কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্ ।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

যাঁহারে ভকতিভরে প্রণাম করিলে
কোটি পিতৃতর্পণের তুল্যফল মিলে,
শত অশ্বমেধ ফল যাঁহার বন্দনে
পুনঃ পুনঃ নমি সেই পিতার চরণে ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্রথপুরাণোক্তা পিতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা ।

প্রণাম ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম তপ আরাধন ।

পিতা তুষ্ট হ'লে প্রীত হন দেবগণ ॥

গুরুপ্রণতিঃ ।

(১)

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু পরম ঈশ্বর

পূজ্য পরাংপর গুরু দেব মহেশ্বর,

গুরুই পরমব্রহ্ম-পূর্ব-অবতার

সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥ ১ ॥

(২)

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অখণ্ড অনন্ত এই বিশ্ব চরাচর

ব্যাপিয়া আছেন যিনি নিত্য নিরন্তর,

চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার

সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ২ ॥

(৩)

অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজনশলাকয়া ।

চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নরের নয়ন,
 জ্ঞানাজন-শলাকায় খুলেন যে জন,
 দিব্যচক্ষু ফুটে উঠে প্রসাদে যাঁহার
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৩ ॥

(৪)

স্বাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্বাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন,
 সমস্ত ব্যাপিয়া সদা আছেন যে জন,
 চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৪ ॥

(৫)

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরম ঈশ্বর
 ব্যাপিয়া আছেন যিনি বিশ্ব চরাচর
 চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

(৬)

সর্বশ্রেণীশিরোরত্নবিরাজিত-পদাম্বুজঃ ।

বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রুতিস্মৃতি সর্বশাস্ত্র-শিরোরত্ন সার
সতত শ্রীপাদপদ্মে শোভিছে যাহার,
বেদান্ত-সরোজ ফুটে দরশনে যাঁর,
সেই জ্ঞানরবি গুরুপদে নমস্কার ॥ ৬ ॥

(৭)

চৈতন্যঃ শাস্ততঃ শান্তো ব্যোমাভীতো নিরঞ্জনঃ ।

বিন্দুনাদকলাতীত স্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

চৈতন্যস্বরূপ শান্ত সত্য সনাতন,
ব্যোমতত্ত্বাতীত যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
নাদবিন্দুকলাতীত স্বরূপ যাহার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৭ ॥

(৮)

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ় স্তদ্বমালাবিভূষিতঃ ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

সমাসীন যিনি জ্ঞান-শক্তির আসনে
বিভূষিত যিনি তত্ত্বমালা-বিভূষণে,
ভুক্তিমুক্তি লভে নর রূপায় যাহার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৮ ॥

(৯)

অনেকজন্মসম্প্রাপ্তকর্মবন্ধবিদাহিনে ।

আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জন্মজন্মান্তর-কৃত কর্মের বন্ধন
 আত্মজ্ঞান দানে যিনি করেন দহন,
 পরিত্রাণ পায় নর করুণায় যাঁর
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৯ ॥

(১০)

শেষণং ভবসিকৌশল জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ ।

গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বিন্দুমাত্র পাদোদক পরশিলে যাঁর
 নিমেষে শুকায় ভব-জলধি অপার,
 প্রকাশিত হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান সার
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১০ ॥

(১১)

ন গুরোরধিকং তদ্বৎ ন গুরোরধিকং তপঃ ।

তদ্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব তুচ্ছ হয় তুলনায় যাঁর
 যিনি সর্ব জপ-তপ-সাধনার সার,
 যাঁর তত্ত্ব হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাহি আর
 সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১১ ॥

(১২)

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ ।

মদাত্মা সৰ্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আমার হৃদয়নাথ জগতের গুরু
মম গুরু বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকরতরু,
মোর অন্তরাত্মা যিনি আত্মা সবাংকার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১২ ॥

(১৩)

গুরুরাদি রনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ ।

গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরু সকলের আদি অনাদি ঈশ্বর
পরম দেবতা গুরু পূজ্য পরাংপর,
যাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীগুরুগীতাস্ত্যর্গতে গুরুমাহাত্ম্যে গুরুপ্রণতিঃ সমাপ্তা ।

গঙ্গাস্তোত্রম্ ।

(১)

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে

ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
ভগবতি সুরেশ্বরি দেবি সুরধুনি !
তরলতরঙ্গবতি ত্রিলোকতারিণি !
শশাঙ্কশেখরশিরোবাসিনি বিমলে
থাকে যেন মতি তব চরণ-কমলে ॥ ১ ॥

(২)

ভাগীরথি স্তম্বদায়িনি মাত-
স্তব জলগহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥
ওমা ভাগীরথি সর্বস্তম্বদায়িনি !
নিগমে লিখিত আছে তুমি নিস্তারিণী,
জানিনা মহিমা তব আমি মা ! অজ্ঞান
কৃপাময়ি কৃপা করি কর পরিজ্ঞান ॥ ২ ॥

(৩)

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।
দূরীকৃত মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং ॥

হরিপাদপদ্মে গঙ্গে তুমি তরঙ্গিণী
হিমশশিমুক্তাসম শুভ্রশ্রোতস্থিনী,
মাগো দূর কর মম হ্রিতের ভার
কৃপা করি কর ভব-জলনিধি পার ॥ ৩ ॥

(৪)

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতং ।
মাতর্গঙ্গে ত্রয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥
তোমার নিখল জল যে করেছে পান
নিশ্চয় সে জন ভবে লভেছে নির্বাণ,
হে মা গঙ্গে ! যেবা ভক্তি করে গো তোমারে
শমন তাহার পানে চাহিতে না পারে ॥ ৪ ॥

(৫)

পতিতৌদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকণ্ঠে
গতিপ্রদায়িনি ত্রিভুবনধন্থে ॥
জগতে জাহ্নবি তুমি পতিতপাবনী
বিদারি তুহিনগিরি তুমি প্রবাহিণী,

তাপসতনয়া তুমি ভীষ্মের প্রসূতি
ত্রিভুবনে ধত্তা তুমি অগতির গতি ॥ ৫ ॥

(৬)

কল্পলতামিব কলদাং লোকে
প্রণমতি যস্মাং ন পততি শোকে ।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে
স্বরবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥

বাহ্যকল্পতরুসম তুমি এ ধরায়
যে তোমাতে প্রণমে সে শোক নাহি পায়,
গঙ্গে গো মা ! তুমি ভবজলধিতারিণী
অপাঙ্গে ইঙ্গিত করে অমররমণী ॥ ৬ ॥

(৭)

তব কৃপয়া চেৎ শ্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥
তব জলে ভাগ্যবলে স্নান যেন করে
আর না জনম লয় জননীজঠরে,
নরকবারিণি গঙ্গে ! কলুষনাশিনি !
জাহ্নবি ! মহিমা তব কিছুই না জানি ॥ ৭ ॥

(৮)

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥
নিরাকারস্বরূপিণি পুণ্যপ্রবাহিনি !
জয় জয় কৃপাময়ি জহ্নুর নন্দিনি !
বাসবমুকুটমণিশোভিতচরণে !
সুখদে শুভদে মাগো ভকতশরণে ! ॥ ৮ ॥

(৯)

রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্ ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥
হর মম রোগ শোক পাপ-পরিতাপ
ঘৃণাও মা ভগবতি ! কুমতি-কলাপ,
ত্রিভুবনসার তুমি বসুধার হার
একমাত্র গতি তুমি সংসারে আমার ॥ ৯ ॥

(১০)

অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে ।

তব তটনিকটে যশ্র নিবাসঃ
 থলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥
 আনন্দরূপিণি মাগে। কৈবল্যদায়িনি '
 কাতর কিঙ্করে বন্দে তোমারে জননি '
 তব তীরে যেই জন করে অবস্থিতি
 নিশ্চয় তাহার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি ॥ ১০ ॥

(১১)

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
 কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।
 অথবা গব্যুতি শপচো দীন-
 স্তব নহি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥
 মীন কৃষ্ণ হই ভাল মা তোমার নীরে
 কিংবা ক্ষীণ কুলাস হই তব তীরে,
 দুই ক্রোশান্তরে হই অথবা চণ্ডাল
 তোমা হ'তে দূরে যেন না হই ভূপাল ॥ ১১ ॥

(১২)

ভো ভুবনেশ্বরী পুণ্যে ধন্যে
 দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
 গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং
 পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥

ভুবন-ঈশ্বর মাগে। ধন্য পুণ্যময়ি !
 মুণীন্দ্রহিতে দেবি জবময়ি অয়ি !
 যে পড়ে এ গঙ্গাস্তব নিত্য পুণ্যময়
 সর্বত্র বিজয়ী হয় সে জন নিশ্চয়,
 পবিত্র এই গঙ্গা স্তোত্র প্রত্যহ পড়িলে
 সত্যলোক প্রাপ্ত হয় নর অবহেলে ॥ ১২ ॥

(১৩)

যেথাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-
 স্তেথাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
 সুমধুরকান্তাপজ্জ্বলিকাভিঃ
 পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥
 গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
 বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্ ।
 শঙ্করসেবক-শঙ্কররচিতং
 পঠতি বিষয়ী স্তবমিতি চ সমাপ্তম্ ॥
 গঙ্গাভক্তি সদা আছে যা'দের হৃদয়ে
 সুখে মুক্তি লভে তারা অস্তিম সময়ে,
 সুন্দর মধুর শ্লিষ্ট ছন্দে বিরচিত
 পরম আনন্দপ্রদ অতি সুললিত,
 এই সুপবিত্র স্তোত্র সংসারের দার
 পবিত্রা পূর্ণহয় তার,

শঙ্করসেবক মুনি শঙ্কর রচিল

বিষয়ীর ভরে, স্তব সমাপ্ত হইল । ১০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

প্রণাম ।

সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সর্বদুঃখবিনাশিনী ।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

নিমেষে হরিতরাশি বিনাশেন যিনি

সদ্যঃ সর্বদুঃখতাপহরিতহারিণী,

ভাবে সুখদাত্রী অস্তে মুক্তিপ্রদায়িনী

জাহ্নবী পরমা গতি নির্ধারকপিণী ॥

গঙ্গাষ্টকম্ ।

(১)

মাতঃ ! শৈলমুতাসপত্নি ! বহুধাশৃঙ্গারহারাবলি !

স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।

ত্বত্তীরে বসতস্তুদম্মু পিবতস্তুদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষতঃ

ত্বনাম স্মরতস্তুদর্পিতদৃশঃ স্যাম্মে কদা শরীরব্যয়ঃ ॥

শৈলমুতা-সপতিনি ! গঙ্গে মা আমার !

বহুধা-হৃদে গুহ্য বিভ্রমের হার !

বিজয়-পতাকা তুমি স্বর্গ-আরোহণে

ভাগীরথি ! এই ভিক্ষা তোমার চরণে,

তব তটভূমে যেন পাই বাসস্থান,
তোমার বিমল বারি করি যেন পান,
তোমার তরঙ্গে স্নেহে দিয়া সন্তরণ
করি যেন তব নাম সতত স্মরণ,
অন্তিম তোমাষ মাগো ! দেখিতে দেখিতে
পারি যেন এই জড় শরীর ত্যজিতে ॥ ১ ॥

(২)

হৃদীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে ! বিহঙ্গে বরং
হৃদীরে নরকান্তকারিণি ! বরং মৎস্যোৎসব কচ্ছপঃ ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্দুরঘটাংঘট্টঘণ্টারণং—
কারত্ৰস্তসমস্তবৈরবনিতালকস্তুতিভূপতিঃ ॥

গঙ্গে ! তব তীরে তরু-কোটর ভিতর
বিহঙ্গ হইয়া থাকি সেও শুভতর,
তব তীরে হে জননি ! নরকবারিণি !
মীন কুর্শ হই যদি সেও শ্রেয়ঃ মানি,
তবু যার মদমত্ত মাতঙ্গের গলে
দোলায়িত কিঙ্কিনীর রুণু রুণু রোলে
দ্রস্ত হ'য়ে স্তুতি করে অরাতি-ললনা,
তব দূরে হেন নৃপ হইতে চাহি না ॥ ২ ॥

(৩)

কাকৈনিস্কৃষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভিরান্দোলিতং
শ্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভিলুপ্তিতম্ ।

দিব্যস্ট্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেহং পরমেশ্বর ! ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥

কবে মা ! তোমার জলে তাজ্জি এই প্রাণ
দেবখানে স্বর্গপানে করিব প্রয়াণ ?
অমর-অঙ্গনাগণ আসিয়া যখন
সুচারু চামর করে করিবে বীজন,
ত্রিপথগামিনি ! গঙ্গে ! তরঙ্গে তোমার
কবে মা ! হেরিব হর্ষে তনু আপনার ?
হেলিতে ছলিতে স্রোতে পবন-হিল্লোলে
ভাসিতে ভাসিতে গিয়া লাগিতেছে কূলে,
কতু বা কুকুর আসি করিছে ভক্ষণ
শৃগালে বা কতু টেনে করে পলায়ন,
উপর হইতে কাক পক্ষী অগণন
অবসর বুঝে আসি করিছে দংশন,
ওমা গঙ্গে ভাগীরথি ! পরমা ঈশ্বর !
কবে গো সে দিন গোরে দিবে রূপা করি ? ৩ ॥

(৪)

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্ত্র বিযো—
মর্দনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা ।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যমৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু ॥

হরিপাদপদে তব শোভা অন্তপম
নব-অঙ্কুরিত শুভ্র মুণালের সম,
মালতীকুসুমমালা সদৃশ সুন্দর
শত্ৰুশিরে ধর শোভা কিবা মনোহর,
মোক্ষরাজলক্ষ্মীদ্বারে তুমি মা জননি !
অপৃক অবাক্ত জয়পতাকারূপিনী,
জয় মা জাহ্নবি ! কলিকলুষনাশিনি !
পবিত্র করগো মোরে পুণ্যপ্রবাহিণি ! ॥ ৪ ॥

(৫)

যত্নভালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্কেন্দুকুন্দোজ্জলম্ ।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতু স্তনুনাশ্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥

তমাল-সরল-শাল-তালতরুতলে
আবৃত চকল শাখা-লতাগুচ্ছাদলে.
রাবিকর-বিরহিত সদা সুশীতল
শঙ্খ-ইন্দ-কুন্দসম শুভ্র সমুজ্জল,
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সিদ্ধ-সুরবনিতার
তুঙ্গস্তন-আশ্ফালিত বাহা আনিবার,
সেই নিত্য নিরমল ভাগীরথিনীরে
পাই যেন প্রতিদিন স্নান করিবারে ॥ ৫ ॥

(৬)

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতং ।

ত্রিপুরারিশিৰশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥

মুরারি-চরণাচ্চ্যুত অতি মনোহর

ত্রিপুরারি-শিরে যাহা ভ্রমে নিরন্তর,

পরশে নিমেষে সর্বপাপতাপহারি

পবিত্র করুন মোরে সেই গঙ্গাবারি ॥ ৬ ॥

(৭)

পাপাপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি

দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি ।

ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি

গাঙ্গং পুনাতনুদিনং শুভকারি বারি ॥

ত্রিহরিচরণরজে সদা বিহরিছে

বেগে গিরিরাজ-গুহা বিদীর্ণ করিছে,

তরঙ্গে ঝঙ্কার-ধ্বনি করিতে করিতে

ধায় যাহা সিদ্ধাসনে স্তূপে মিশিতে,

দুরিতনাশন শুভকারি পাপহারি

পবিত্র করুন নিত্য সেই গঙ্গাবারি ॥ ৭ ॥

(৮)

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ ।

ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥

কুকলাস, কাক, কুশ কুকুর-তনয়
হ'য়ে যদি তব তীরে পাই মা ! আশ্রয়,
সেও ভাল তব তব দূরে নাহি যাই
কোটি গজরাজসহ রাজ্য যদি পাই ॥ ৮ ॥

(১)

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বান্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ ।
প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকলুষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাকৌ ॥
সর্ব-সুমঙ্গল কর বান্মীকি-রচিত
সুপবিত্র গঙ্গাষ্টক স্তোত্র স্থললিত,
প্রভাতে যে পাঠ করে প্রযত অন্তরে
পড়ে না সে কভু পুনঃ সংসার-সাগরে,
কলির কলুষরাশি করি প্রক্ষালন
অচিরে নির্বাণ-মুক্তি লভে সেই জন ॥ ৯ ॥
ইতি বান্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

নবগ্রহস্তোত্রম্ ।

(১)

জবাকুসুমসঙ্কশং কাশ্যপেয়ং মহাত্ম্যতিং ।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপহ্নং প্রণতোহস্মি দিবাৱরম্ ॥

জবাকুসুমের সম যাহার বরণ
 দিব্যাজ্যোতির্ময় যিনি কণ্ঠপনন্দন,
 তিমিরনাশন সর্বপাপতাপহারী
 সেই দেব দিবাকরে প্রণিপাত করি ॥ ১ ॥

(২)

দিব্যশঙ্খতুষারাভং কীরোদার্ণবসম্ভবং ।
 নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্তোমু'কুটভূষণম্ ॥
 দিব্যশঙ্খ তুষারের সদৃশ সুন্দর
 অমল উজ্জল রূপ অতি মনোহর,
 শঙ্খ শিরোমণি শশী কীরসিন্ধুজাত
 পদে তাঁর ভক্তিভরে করি প্রণিপাত ॥ ২ ॥

(৩)

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং ।
 কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহম্ ॥
 বসুন্ধরা-গর্ভ হ'তে যাহার জনম
 প্রভা যার পুঞ্জীকৃত সৌদামিনীসম,
 স্বকুমার শক্তিধারী মঙ্গলচরণে
 প্রণিপাত করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্চামং রূপেণাপ্রতিমং বৃধং ।
 সৌম্যং সর্ববশুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্ততম্ ॥

প্রিয়দ্রুপকলিকা সম শ্যামল-বরণ
রূপে যিনি অনুপম সৌম্যদরশন,
শশধরস্বত সর্বগুণের আধার
সেই বৃষদেব পদে করি নমস্কার ॥ ৪ ॥

(৫)

দেবতানামৃষীগাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং ।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥
দেব-ঋষি সকলের গুরু যেই জন
দিব্যকান্তি ষাঁর তপ্ত-কাঞ্চন বরণ,
ত্রিলোক-ঈশ্বর যিনি পূজা সবাকার
সেই বৃহস্পতি-পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

(৬)

হিমকুন্দমৃগালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং ।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥
হিমকুন্দমৃগালাভ ধবলবরণ
দানবগণের ইষ্ট গুরু যেই জন,
বিচক্ষণ যিনি সর্বশাস্ত্র প্রবচনে
প্রণাম করিহু সেই ভার্গবচরণে ॥ ৬ ॥

(৭)

নীলাঞ্জনচয়প্রথ্যং রবিস্বতং মহাগ্রহং ।
ছায়ায়াঃ গর্ভসমুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥

নীলাঞ্জনপুঞ্জ সম বরণ যাহার
ছায়া-গর্ভজাত যিনি তপনকুমার,
মহাগ্রহ যিনি সর্বগ্রহের ভিতরে
সেই শনৈশ্চর-পদে বন্দি ভক্তিভরে ॥ ৭ ॥

(৮)

অর্দ্ধকায়ং মহাবোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকং ।
সিংহিকায়াঃ স্তুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥
ভীষণ-মূরতি যিনি অর্দ্ধদেহধারী
তপন-তুহিনকর-বিমর্দনকারী,
সিংহিকার স্তুত সেই রাহু ভয়ঙ্করে
প্রণাম করিছ আমি ভক্তিপূর্ণান্তরে ॥ ৮ ॥

(৯)

পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকং ।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥
পলালধূমের ত্রায় তিমিরবরণ
ভয়ঙ্কর যিনি তারাগ্রহ-বিমর্দন,
রুদ্রমূর্তি অতি রুদ্র স্বভাব যাহার
সেই ক্রুর কেতুপদে করি নমস্কার ॥ ৯ ॥

(১০)

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং
যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।

দিবা বা যদি বা রাত্রে

শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

এই সুপবিত্র স্তোত্র ব্যাসের রচন

সংতনে শুদ্ধমনে পড়ে যেইজন,

দিবা কিম্বা রাত্রিকালে যে কোন সময়,

সর্ব বিঘ্নশান্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিবকম্পতরুস্তোত্রম ।

(১)

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং

গুণহীনমহীশগরাভরণম ।

রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুং

প্রণমানি শিবং শিবকল্লতরুম্ ॥

যিনি প্রভু পরমেশ অনীশ ঈশ্বর

নিগুণ অথচ সর্বগুণের আকর,

ফণীন্দ্র-গরল ঝাঁর কণ্ঠের ভূষণ

রণে দুষ্ট দৈত্যগণে নাশেন যেজন,

বাহ্যাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে

প্রণাম করিছ সেই শিবের চরণে ॥ ১ ॥

(২)

গিরিরাজস্বতাবিতবামতনুং
 তনুনিন্দিতরাজিতকোট্যবিধুম্ ।
 বিধিবিষ্ণুশিরঃস্তূতপাদযুগং
 প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥
 গিরিরাজস্বতা শোভে বাম পার্শ্বে য়ার
 তনু য়ার নিন্দে কান্তি কোটি চন্দ্রমার,
 বিধি বিষ্ণু শিরে ধরি করিয়া যতন,
 সতত পূজেন য়ার যুগল চরণ,
 বাঙ্কাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
 প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ২ ॥

(৩)

শশলাঙ্গিতরঞ্জিতসন্মুকুটং
 কটিলম্বিতসুন্দরকুন্তিপটম্ ।
 সুরশৈবলিনীধৃতজুটপুটং
 প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥
 সুন্দর মুকুট য়ার শশাঙ্করঞ্জিত
 মনোহর কুন্তিপট কটিতে লম্বিত,
 য়াহার নিবিড় জটাজুটের ভিতর
 সুরশিঙ্কু মন্দাকিনী ভ্রমে নিরন্তর,
 বাঙ্কাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
 প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৩ ॥

(৪)

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং
 মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুম্ ।
 বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং
 প্রণমামি শিবং শিবকল্লতরুম্ ।
 সূচাক বদন যার ত্রিনেত্র-ভূষিত
 ঐমুখ-সরোজ কোটিশশি-সুশোভিত,
 বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত ললাট যাহার
 উজল অমল রূপ ধরে চমৎকার,
 বাঞ্ছাকল্লতরু যিনি শুভ-বিতরণে
 প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৪ ॥

(৫)

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং
 গরলাশনমাজিবিষাণধরম্ ।
 প্রমথাদিপসেবকরঞ্জনকং
 প্রণমামি শিবং শিবকল্লতরুম্ ॥
 জগতের আদিগুরু বৃষভ-বাহন
 কালকূট বিষ যিনি করেন ভক্ষণ,
 রণক্ষেত্রে গজাসুরে করিয়া নিধন
 দস্ত তার করে যিনি করেন ধারণ,
 ভূত-প্রেত-পিশাচের যিনি অধিপতি
 ভকতবৎসল বিভূ অগতির গতি,

বাঙ্গাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৫ ॥

(৬)

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং
করিচর্ম্মবসান-বিবোধকরম্ ।
বরদাভয়শূলবিশালধরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম দুঃস্তু মদনে
মথন করেন যিনি অঁখি-উন্মীলনে,
করিচর্ম্ম পরিধান-বসন যঁহার
ভক্তে দিব্য জ্ঞানদানে করেন উদ্ধার,
বরাভয় দেন যিনি ভকতে কাতরে
বিশাল ত্রিশূল সদা শোভে যঁার করে,
বাঙ্গাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৬ ॥

(৭)

জগদুদ্ভবপালননাশকরং
করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরম্ ।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥
জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কারণ
রূপা করি তিন মূর্ত্তি ধরেন যে জন,

প্রেমময় যিনি সর্বমানবের প্রতি
ভকত জনের যিনি একমাত্র গতি,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৭ ॥

(৮)

ন দত্তং পুষ্পং পাপাচিত্তেন ময়া
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শস্তো !
ভজতোহখিলদুঃখসমুদ্বিহরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥

মহাপাপী আমি পাপে ডুবিয়া রয়েছি
তব পদে পুষ্পাজলি কভু না দিয়েছি,
পাতকনাশন শস্তো ! করুণানিধান !
পুনর্জন্ম-দুঃখ হ'তে কর পরিজ্ঞান ।
ভকত জনের দুঃখ বিপদ সকল
বিনাশ করেন যিনি ভকতবৎসল,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিহু সেই শিবের চরণে ॥ ৮ ॥

ইতি শিবকল্পতরুস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

প্রণাম ।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চাত্ত্বানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

নমি শিব পরমেশ ! শান্ত-দরশন

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কারণ,

সঁপিছু পরাণ মন তোমার চরণে

তুমি মোর একমাত্র গতি ত্রিভুবনে ॥

শিবাষ্টকম্ ।

(১)

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং

জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্ ।

ভবদ্রব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং

শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

যিনি প্রভু প্রাণনাথ, নাথ বিভু বিশ্বনাথ,

সদানন্দ ভূতনাথ জগত-ঈশ্বর ।

ভূত ভব্য বর্জমান, যিনি ত্রিলোক-নিদান,

গুজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ১ ॥

(২)

গলে রুণ্ডমালাং তনৌ সপজালাং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্ ।
জটাজুটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গলেতে কবন্ধ-মাল, সর্বাদে তুজঙ্গ-জাল,
যিনি মহাকাল-কাল গণেশাধীশ্বর ।
গঙ্গার তরঙ্গে য়ার, শোভে জটাজুট-ভার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ২ ॥

(৩)

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরন্তম্ ।
অনাদিং হুপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

বিমল আনন্দকর, সুশোভন শোভাকর,
বিভূতি-ভূষণধর বিভূ বিশ্বেশ্বর ।
আদি অন্ত নাহি য়ার, যিনি মহামোহমার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৩ ॥

(৪)

তটানিধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
 মহাপাপনাশং সদা স্প্রকাশম্ ।
 গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
 শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥

গিরিতটমূলে বাস, মুখে অট্ট অট্ট হাস,
 যিনি সদা স্প্রকাশ মহাপাপহর ।
 গিরিশ গণাধিদেব, সুরপতি মহাদেব,
 পূজি সেই শিব শঙ্কু ঈশান শঙ্কর ॥ ৪ ॥

(৫)

গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতান্ধদেহং
 গিরৌ সংস্থিতং সর্বদা সন্নগেহম্ ।
 পরব্রহ্মব্রহ্মাদিভিব'ন্দ্যমানং
 শিবং শঙ্করং শঙ্কুমীশানমীড়ে ॥

ধরণীধর-নন্দিনী, ষাঁর প্রিয়া অন্ধাঙ্গিনী,
 সদা বাসহীন যিনি তাপস-প্রবর ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ, বন্দে ষাঁর শ্রীচরণ,
 পূজি সেই শিব শঙ্কু ঈশান শঙ্কর ॥ ৫ ॥

(৬)

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাঙ্কোজনত্রায় কামং দদানম্ ।
বলীবর্দযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

কপাল-ত্রিশূলপাণি, ভকতবৎসল যিনি,
পাদপদ্মে নত জনে দেন ইষ্ট বর ।
বৃষভ বাহন যার শ্রেষ্ঠ যিনি দেবতার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৬ ॥

(৭)

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্ ।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রাতিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

শারদীয় শশধর, তুল্য তম্ মনোহর,
ধনপতি-সহচর সর্বগুণাকর,
ত্রিনেত্র অপর্ণাপতি চরিত্রে বিচিত্র অতি,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৭ ॥

(৮)

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
 ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম্ ।
 শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
 শিবং শঙ্করং শঙ্কুশীশানমীড়ে ॥

গলে ঝাঁর ফণিহার, চিতাভূমিতে বিহার
 যিনি ভব বেদসার নির্বিকার হর,
 সতত শ্মশানচারী, মদন-দহনকারী,
 পৃজি সেই শিব শঙ্কু শীশান শঙ্কর ॥ ৮ ॥

(৯)

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ
 পঠেৎ সর্বদা ভগ্নভাবানুরক্তঃ ।
 স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
 সমগ্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি ॥

যে জন ভক্তি ভরে, হৃদে সদা শিবে স্বরে,
 প্রাতঃকালে পাঠ করে তাঁহার বন্দন,
 ধন ধাত্ত দারা স্নাত, মিত্র-পরিজনযুত
 অস্তিমে কৈবল্যাধামে করে সে গমন ॥ ৯ ॥

ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্ ।

(১)

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং

পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ।

শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গাং পরশুমপি বরং

দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্ ।

নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং

চাক্ষুশং বামভাগে

নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং

পার্বতীশং ভজামি ॥

প্রশান্ত-মুরতি প্রভু পঞ্চজ-আসন,

শশাঙ্ক-শেখর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনয়ন,

ত্রিশূল অশনি অসি পরশু দক্ষিণে

ইন্দ্ৰিতে অভয় বর দেন ভক্তজনে,

ভূজঙ্গম পাশ ঘণ্টা অক্ষুশ ডমরু

শোভে ঝাঁর বামে যিনি বাহ্যাকল্পতরু,

শুভ্র দেহ দীপ্ত ঝাঁর বিবিধ ভূষণে

নমি সেই শৈলসুতা-পতির চরণে ॥ ১ ॥

(২)

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
 বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাং পতিম্ ।
 বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
 বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥

নমি দেব উমাপতি জগৎকারণ
 সুরগুরু মৃগধর ভূজঙ্গভূষণ,
 নমি পশুপতি-পদপঙ্কজমুগলে
 রবি শশী বহ্নি য়ার ত্রিনয়নে জলে,
 প্রণমি মুকুন্দপ্রিয় ভকত-শরণ
 বরদ শঙ্কর শিব দাও প্রীচরণ ॥ ২ ॥

(৩)

আদৌ কৰ্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং
 মাতৃকুক্কৌ স্থিতং মাং
 বিষ্ণু ব্রাহ্মেধ্যমধ্যে কথয়তি নিতরাং
 জাঠরো জাতবেদাঃ ।
 যদ্ যদ্বা তত্র দুঃখং বিষয়তি বিষমং
 শক্যতে কেন বভ্রুম্
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শান্তো ॥

সুতিকুসুমাঞ্জলিঃ ।

৪১

যতদিন ছিহ্ন আমি জননী-জঠরে
 পূর্বকৃত কৰ্মবশে পাপভোগ তরে,
 মলমূত্র মধ্যে দুঃখ সহিয়াছি কত
 দহেছে জঠারানল মোরে অবিরত,
 বিষের সমান তীব্র বিষম যাতনা
 গর্ভবাসে কত দুঃখ বলিতে পারি না,
 প্রথমে এহেন কষ্টে ছিহ্ন অচেতন
 'অরি নাই একদিন' তোমার চরণ,
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৩ ॥

(৪)

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ
 স্তনপানে পিপাসা
 নো শত্রুশেচন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা
 জন্তবো মাং তুদন্তি ।
 নানারোগোৎস্রুতদুঃখাদুদরপরবশঃ
 শঙ্করং ন স্মরামি
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

শৈশবে ছিলাম ডুবে দুঃখের সাগরে
 মলমাথা দেহ, ভূষা স্তনপান তরে,
 ইন্দ্রিয় থাকিতে ছিহ্ন জড়ের মতন
 পিপীলিকা মশকাদি করিত দংশন,
 বিবিধ ব্যাধির জালা ক্ষুধায় কাতর
 স্মরি নাই তব পদ কভু হে শঙ্কর !
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ! ॥ ৪ ॥

(৫)

প্রৌঢ়োহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ

পঞ্চভির্মর্শসন্ধৌ

দষ্টৌ নষ্টৌ বিবেকঃ স্ততধনযুবতী-

স্বাত্মসৌখ্যে নিযতঃ ।

শৈবীচিন্তাবিহীনঃ মম হৃদয়মহো !

মানগর্বাধিরূঢ়ং

কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

যৌবনে যখন দেহ সবল হইল

বিষয়-ভুজঙ্গ পঞ্চ মরমে দংশিল,

জীপুত্র-সম্পদসুখে হইয়া মগন

হারালাম নিজদোষে বিবেক রতন,

অভিমাণে অহঙ্কারে উন্নত হইয়া
শিবরূপ হৃদে কভু না ভাবি ভুলিয়া,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ! ॥ ৫ ॥

(৬)

বান্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতে-
রাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈরোগৈবি'রোগৈবি'সদৃশবপুষঃ
প্রোঢ়িহীনশ্চ দীনম্ ।
মিথ্যামোহাভিলাষৈ ব্র'মতি মম মনো
ধূর্জটেধ'্যানশৃণুং
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

জরায় ইন্দ্রিয় সব হ'ল জর জর
সতত ত্রিবিধ তাপে জলিছে অন্তর,
রোগে শোকে পাপে ক্রমে তলু হল ক্ষীণ
হইয়াছি হতজ্ঞান আমি দীন হীন,
মোহের ছলনে ভুলে পাগলের মত
তোমায়ে ভুলিয়া নাথ ! ভ্রমি অবিরত,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ! ॥ ৬ ॥

(১)

নো শক্যং স্মার্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং
 প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
 শ্রোতে বার্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে
 ব্রহ্মমার্গে চ সারে ।
 নষ্টো ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ
 কো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
 কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

স্বকঠিন স্মার্তকর্ম্ম না পারি করিতে
 পদে পদে প্রত্যবায় রহেছে তাহাতে,
 না করি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অহুষ্ঠান
 বেদসার ব্রহ্মমার্গে নাহি আছে জ্ঞান,
 শ্রবণ-মনন-ধর্ম্ম-বিবেক-বিহীন
 না জানি ধারণা ধ্যান আমি অতি দীন,
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭ ॥

(৮)

স্নাত্ব প্রতুষকালে স্নপনবিধিবিধৌ
 নান্নতং গান্ধতোয়ং

পূজার্থং বা কদাচিদ্ বহুতরুগহনাৎ
 খণ্ডবিল্বৈকপত্রম্ ।
 নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা
 গন্ধপুষ্পে হৃদার্থং
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

আনি নাই এক দিন' প্রাতঃস্নান ক'রে
 জাহ্নবী-সলিল তব অভিষেক তরে,
 একটিও বিষপত্র কানন হইতে
 তুলিয়া আনি নি কহু তোমাতে পূজিতে,
 বিকচ সরোজমালা কুসুম চন্দন
 আনি নাই কখনও তোমার কারণ,
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৮ ॥

(২)

দুষ্কৈর্মধ্বাজ্যযুভৈর্ঘটশতসহিতৈঃ
 স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
 নো লিগুং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ
 পূজিতং ন প্রসূনৈঃ ।

ধূপৈর্কপূরদীপৈ বিবিধরসযুতৈ-

নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ

ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

দ্বত-মধু-দুগ্ধ পূর্ণ কলসী শতেক

ঢালিয়া করিনি শিব-লিঙ্গ অভিষেক,

করি নাই চন্দ্রনাদি সুরভি লেপন

কনক-কুস্মে নাথ ! পূজিনি চরণ,

কপূর-প্রদীপ ধূপ নৈবেদ্য প্রদানে

পূজি নাই সুমধুর ভোজ্যপেয় দানে,

ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !

শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৯ ॥

(১০)

নগ্নো নিঃসঙ্গঃ শুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো

ধ্বস্তমোহান্ধকারো

নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণো

নৈব দৃষ্টঃ কদাচিত্ ।

উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং

শঙ্করং ন স্মরামি

ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

স্ত্রী পুত্র সংসারধম্ম করি বিসঙ্কন
 একাকী পলাতে নারি হ'য়ে বিবসন,
 হইতে পারিনি নাথ ! ত্রিগুণবজ্জিত
 মোহের আঁধারে আমি রয়েছি পাতিত,
 নাসাগ্রে নিহিত-দৃষ্টি একাগ্র অন্তরে
 করিনি তোমারে ধ্যান নিমেঘেধ তরে,
 ভকতিবিহীন ভবে ভাবনা সদাই
 হৃদয়ে তোমার দেখা কভু নাহি পাই,
 সতত বিষয়-সুখে উন্মত্ত হইয়া
 কলুষনাশন শিবে রয়েছি ভুলিয়া ;
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ! ॥ ১০ ॥

(১১)

ধ্যানং চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং
 নৈব দত্তং দ্বিজেন্দ্ৰভ্যো
 হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হৃতবহুবদনে
 নার্পিতং বীৰ্যমদ্বৈতং ।
 নো জপ্তং গাঙ্গতীরে ত্রতপরিচরণৈঃ
 রুদ্রজপৌ ন বৈদৈঃ
 ক্ষম্যন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

স্তুতিকুসুমাজলিঃ :

শিবনাম ধ্যান কভু করি নাই মনে
 বিপুল বিভব নাহি দিয়াছি ব্রাহ্মণে,
 লক্ষ বীজ মন্ত্র তব করি উচ্চারণ
 করি নাই হৃতাশনে আহুতি অর্পণ,
 বসিয়া গঙ্গার তীরে হইয়া সংযত
 জপি নাই রুদ্রমন্ত্র বেদবিধিমত,
 ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
 শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১১ ॥

(১২)

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ
 কুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে
 শান্তে শান্তে প্রলীনে প্রকটিতগহনে
 জ্যোতীরূপে পরাখে ।
 লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং
 নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
 ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
 শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

নিরোধি প্রণববায়ু বসি পদ্মাসনে
 বাহুজ্ঞানবিরহিত স্বরূপ চিন্তনে,

সুতিকুসুমাজলিঃ ১

৪২

দিব্যজ্যোতির্শ্ময়ে হৃদে করিয়া ধারণ
পরমায়ে আত্মহারা হইনি কখন,
কত না হেরেছি মম হৃদয়-কন্দরে
পূর্ণব্রহ্মরূপ তব মন প্রাণ ভ'রে,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১২ ॥

(১৩)

আয়ুর্নশ্চতি পশ্চতাং প্রতিদিনং
যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়াস্তি গতাঃ ন পুনর্দিবসাঃ
কালো জগদ্রক্ষকঃ ।
লক্ষ্মীন্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা
বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ !
ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥

প্রতিদিন পরমাযু হইতেছে ক্ষয়
দেখিতে দেখিতে কাটে যৌবন-সময়,
দিন গত হ'লে আর ফিরে নাহি আসে
জগদ্-ভক্ষক কাল ত্রিভুবন গ্রাসে,

তটিনীতরঙ্গতুল্য কমলা চপলা
মানবজীবন যেন বিজলীর খেলা,
রক্ষ হে শরণাগতে অনাথশরণ !
রক্ষ মোরে দীননাথ দিয়ে শ্রীচরণ ॥

(১৪)

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোৎখবৈশানরে ।
দন্তিত্বকুস্বতিসুন্দরাস্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমমলামন্যৈস্তু কিং কস্মভিঃ ॥

শশাঙ্কশেখর যিনি মদননাশন
শিরে সুরধুনী যার নেত্রে হতাশন,
ভূজঙ্গভূষিত কণ্ঠ শ্রবণবিবর
সুন্দর মাতঙ্গচর্ম্ম যাহার অঙ্গর,
ত্রিলোকের সার যিনি মঙ্গল-নিধান
তাঁহাতে বিগুহ্ব চিত্ত কর সমাধান,
নির্ঝাণ লভিতে হৃদে বাঞ্ছা যদি থাকে,
সর্বকর্ম্ম ত্যজি ধ্যান করহ তাঁহাকে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ
প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিম্

কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভি-
 দেহেন গেহেন কিম্ ।
 জাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে
 ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
 স্বার্থার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ
 শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥

বিগুল বিভব নিষে কি করিবে বল
 গজবাজিসহ রাজ্য পাহলে কি ফল ?
 স্ত্রী-পুত্র-বান্ধববর্গে কিবা প্রয়োজন
 কি হ'বে সুন্দর দেহে গৃহ কি কারণ ?
 কিছুই নহেক স্থায়ী সকলি নশ্বর
 দূর হ'তে ওরে মন ত্যজহ সত্বর,
 যদি নিজ হিত চাও গুরুর আদেশে
 পার্বতীবল্লভে ভজ ভজরে মহেশে ॥ ১৫ ॥

(১৬)

করচরণকৃতং বাক্যাজং কশ্মজং বা
 শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
 বিদিতমবিদিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
 জয় জয় করুণাক্ষে ! শ্রীমহাদেব ! শান্তো !

হস্ত পদ চক্ষু কর্ণে বচনে যানসে
 ক'রেছি যে অপরাধ কিংবা কস্মীবশে,
 জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিয়াছি দোষ
 সে সকল নিজগুণে ক্ষম আশুতোষ !
 জয় জয় জয় দেব করুণাসাগর !
 জয় জয় শিব শঙ্কু জয় মহেশ্বর ॥ ১৬ ॥

(১১)

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং
 হস্তে কপালং সিতং
 খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ
 কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।
 গঙ্গাফেনসিতা জটা পয়সি
 তচ্চন্দ্রঃ সিতো মূৰ্দ্ধনি
 মোহয়ং সৰ্ব্বসিতো দদাতু
 বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥

বিভূতিভূষিত অঙ্গ রজতবরণ
 সুশূল কপালধারী সহাস্র বদন,
 স্বেতবৃষাস্থিত হস্তে খট্টাঙ্গ ধবল
 অবণয়ুগলে স্তল শোভিছে কুণ্ডল,

স্বরশৈবলিনীসিক্ত শুভ্র জটাভার
শিরে শুভ্র শশিলেখা সব শুভ্র ষাঁর,
করুন শঙ্কর সেই মঙ্গল-নিধান
কলুষ বিনাশি মোরে বিভব প্রদান ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যাবিরচিতং অপরাধভঞ্জনষ্টোত্রম্
সমাপ্তম্ ।

বেদসারশিবস্তবঃ ।

(১)

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃতিং বসানং বরেণ্যম্ ।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদগাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারি ॥

পশুপতি পাপনাশী পরম ঈশ্বর
করিচন্দ্র-পরিধান পূজ্য পরাংমুর,
জটাজুট মধ্যে ষাঁর খেলে গঙ্গাবারি
স্মরি সেই মহাদেবে যিনি মদনারি ॥ ১ ॥

(২)

মহেশং সুরেশং স্মরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্ ।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥

মহেশ সুরেশ যিনি অস্বরনাশন
বিভু বিশ্বনাথ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ,
বিরূপাক্ষ ইন্দু রবি বহি ত্রিনয়নে
পূজা করি সদানন্দ প্রভু পঞ্চাননে ॥ ২ ॥

(৩)

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রাধিরূঢং গুণাতীরূপম্ ।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাক্ষং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥

গিরীশ গণেশ নীলকণ্ঠ অপরূপ
গবেন্দ্রবাহন যিনি নিগুণ স্বরূপ,
ভস্মে বিভূষিত অক্ষ তেজোময় অতি
ভব পঞ্চাননে ভজি ভবানীর পতি ॥ ৩ ॥

(৪)

শিবাকান্ত ! শম্ভো ! শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে !
মহেশান ! শূলিন্ ! জটাজূটধারিন্ !
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ !
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো ! পূর্ণরূপ ! ॥

পার্কীতীবল্লভ শঙ্খ শশাঙ্কশেখর
মহেশ ত্রিশূলধারী জটাজূটধর,
অদ্বিতীয় তুমি বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ
প্রসন্ন হওহে প্রভু ওহে পূর্ণরূপ ! ॥ ৪ ॥

(৫)

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাতৃং
নিরীহং নিরাকারমোক্ষারবেদ্যম্ ।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ১

পরমাত্মা বিশ্ববীজ অনাদি অদ্বৈত
রূপগুণহীন যিনি প্রণববিদিত,
ঐ'হ'তে হ'য়েছে সৃষ্ট অখিল ভুবন
করিছেন সদা যিনি জগত পালন,
ঐহাতেই পুনঃ বিশ্ব মিশে পরিশেষে
পূজি সেই পরমেশে বিশ্বাত্ম-মহেশে ॥ ৫ ॥

(৬)

ন ভূমিন্‌চাপো ন বহ্নি ন বায়ু
ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।
ন গ্রীষ্মো ন শীতো ন দেশো ন বেশো
ন যন্তান্তি মূর্ত্তি স্ত্রিমূর্ত্তিঃ তমীড়ে ॥

କ୍ଷିତ୍ୟସ୍ତେଜୋମରୁଦ୍ଧୋମ ପଞ୍ଚଭୂତାତୀତ
 ତନ୍ମା ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ଧାର କିଂବା ଶ୍ରୀୟ ଶୀତ,
 ଦେଶ ନାହିଁ ବେଶ ନାହିଁ ନାହିଁକ ମୂରତି
 ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି-ଚରଣେ ସଦା କରିହେ ପ୍ରଣତି ॥ ୬ ॥

(୧)

ଅଞ୍ଜଂ ଶାଶ୍ୱତଂ କାରଣଂ କାରଣାନାଂ
 ଶିବଂ କେବଳଂ ଭାସକଂ ଭାସକାନାମ୍ ।
 ତୁରୀୟଂ ତମଃ ପାରମାତ୍ମହୀନଂ
 ପ୍ରପଦ୍ମେ ପରଂ ପାବନଂ ଦୈତହୀନମ୍ ॥

ସ୍ୱୟଞ୍ଜୁ ଶାଶ୍ୱତ ଯିନି କାରଣ-କାରଣ
 ଧାହା ହ'ତେ ପାୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ଗ୍ରହତାରାଗଣ,
 ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଯିନି ତ୍ରିଶୁଣ୍ଢବର୍ଜିତ
 ତୁରୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତମୋଶୁଣ୍ଢାତୀତ,
 ଦୈତହୀନ ହନ ଯିନି ନିଖିଳ-ପାବନ
 ସେହି ସଦାଶିବ-ପଦେ ଲହିଲୁ ଶରଣ ॥ ୭ ॥

(୮)

ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ବିଭୋ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ !
 ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଚିଦାନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତେ !
 ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ତପୋଯୋଗଗମ୍ୟ !
 ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀତିଜ୍ଞାନଗମ୍ୟ ! ॥

প্রণমি প্রণমি বিভূ ওহে বিশ্বরূপ
প্রণমি প্রণমি চিং-আনন্দ-স্বরূপ,
প্রণমি প্রণমি দেব তব রাঙ্গা পায়
যোগ-তপোজ্ঞানবলে যাহা জানা যায় ॥ ৮ ॥

(৯)

প্রভো শূলপাণে ! বিভো বিশ্বনাথ !
মহাদেব ! শম্ভো ! মহেশ ! ত্রিনেত্র !
শিবাকান্ত ! শান্ত ! স্মরারে ! পুরারে !
তদন্তো বরেণ্যো ন মাত্তো ন গণ্যঃ ॥

ওহে প্রভু শূলপাণি বিভূ বিশ্বেশ্বর,
ত্রিনয়ন শিব শম্ভু দেব মহেশ্বর,
উমাকান্ত মহাদেব মদনমথন
প্রশান্ত-মুরতি ওহে ত্রিপুরনাশন,
তোমা হ'তে প্রেষ্ঠ কেহ নাহি আছে অস্ত
সকলের পূজ্য তুমি ত্রিজগতে মাত্ত ॥ ৯ ॥

(১০)

শম্ভো ! মহেশ ! করুণাময় ! শূলপাণে !
গৌরীপতে ! পশুপতে ! পশুপাশনাশিন্ !
কাশীপতে ! করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥

মহেশ করুণাময় শঙ্কু শূলধারী
 গৌরীনাথ পশুপতি পাপতাপহারী,
 অদ্বিতীয় তুমি কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর
 সৃজ পাল নাশ বিশ্ব তুমি কৃপাকর ॥ ১০ ॥

(১১)

তত্তো জগদ্রবতি দেব ! ভব ! স্মরারে !
 ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় ! বিশ্বনাথ !
 ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ !
 লিঙ্গাত্মকে হর ! চরাচরবিশ্বরূপিণ ॥

তোমাতে উদ্ভূত বিশ্ব তোমাতেই স্থিত,
 তোমাতে পাইয়া লয় থাকে সমাহিত,
 ভবদেব মদনারি মৃড় মহেশ্বর !
 লিঙ্গরূপী বিশ্বনাথ ব্যাপ্ত চরাচর ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যাবিরচিতঃ বেদসারশিবস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

মুকুন্দমালা ।

(১)

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্ ।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বস্তুদেবসূনুম্ ॥

পঙ্কজপলাশোপম আয়ত নয়ন
কুন্দ ইন্দু শঙ্খসম সূক্ষ্ম দশন,
দেবরাজ ইন্দ্র আদি দেবতা সকল
পূজা করে নিত্য যার চরণযুগল,
গোপাল বালকবেশ বৃন্দাবন-ধাম
বস্তুদেবসুত কৃষ্ণ মুকুন্দে প্রণাম ॥ ১ ॥

(২)

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুষ্ঠনকোবিদেতি ।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥

রম্যাকান্ত বরপ্রদ করুণাসাগর
ভক্তবৎসল বিভূ ভবদুঃখহর,

স্ততিকুসুমাজলিঃ :

অশেষ-শেষ-শয়ন জগত-আধার
মুকুন্দ ! তোমার পদে প্রার্থনা আমার,
পারি যেন তব নাম করিতে কীর্তন
যত দিন দেহে মম রহিবে জীবন ॥ ২ ॥

(৩)

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥

জয় জয় জয় দেব দেবকীনন্দন
জয় কৃষ্ণ যদুকুল উজ্জলকরণ,
জয় নবঘনশ্যাম ললিত স্তনর
ভূভারহরণ জয় মুকুন্দ ঈশ্বর ॥ ৩ ॥

(৪)

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্ ।
অবিস্মৃতিস্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেহস্ত তব প্রসাদাৎ ॥

প্রণমিয়া নতশিরে মুকুন্দ মুরারি !
একান্তে তোমার পদে এই ভিক্ষা করি,

জনমে জনমে যেন তব কৃপাবলে
কছু নাহি ভুলি তব চরণকমলে ॥ ৪ ॥

(৫)

শ্রীগোবিন্দপদান্তোজমধুনো মহদদ্রুতং
যৎ পায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ ॥

গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দরস
অতীব অদ্ভুত আহা ! অমৃত-স্বরস,
পিয় যদি একবার ছাড়িতে নারিবে
পান নাহি ক'রেছে যে সেজন ছাড়িবে ॥ ৫ ॥

(৬)

নাহং বন্দে তব চরণয়োদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুস্তীপাকং গুরুমপি হরে ! নারকং নাপনেতুম্ ।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েহহং ভবন্তুম্ ॥

পূজি না হে হরি তব চরণযুগল
এড়াইতে স্মৃৎ দুঃখ করমের ফল,
ভয়ঙ্কর কুস্তীপাক নরক হইতে
ডাকি না তোমায় নাথ ! উদ্ধার করিতে,
নাহি চাহি বিহরিতে নন্দন কাননে
স্বললিতা মনোরমা রমণীর সনে,
জন্মজন্মান্তরে নাথ ! এই ভিক্ষা চাই
হৃদয়মন্দিরে তব দরশন পাই ॥ ৬ ॥

(৭)

নাহ্মা ধৰ্ম্মে ন বহ্ননিচয়ে নৈব কামোপভোগে
 যদ্ভাব্যং তদ্ববতু ভগবন্ ! পূৰ্ব্বকৰ্ম্মানুরূপম্ ।
 এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি
 ত্বৎপাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥

নাহিক যতন ধৰ্ম্মে কিংবা ধনাজ্জনে
 বিষয়সন্তোগে সাধ নাহি হয় মনে,
 পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মফলে হউক যা' হবে
 ভগবন্ ! মোর প্রাণে সকলি সহিবে,
 জন্মে জন্মে মাগি ভিক্ষা করিয়া মিনতি
 থাকে যেন তব পদে অচলা ভকতি ॥ ৭ ॥

(৮)

দিবি বা ভুবি বা মমাস্ত্র বাসো
 নরকে বা নরকাস্তক ! প্রকামম্ ।
 অবধীরিতশারদারবিন্দো
 চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি ॥

স্বরণেই হোক কিংবা ভূতলেই বাস
 চিরকাল তরে হোক নরকে নিবাস,
 ম'লেও ভুলি না যেন নরকনিধন !
 শরণ-সরোজ জিনি তব শ্রীচরণ ॥ ৮ ॥

(২)

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত রস্তম্ ।
সুখভরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্বরণাম্বুতেন তুল্যম্ ।
সরসিজ-অঁখি যিনি শঙ্খচক্রধারী
অবিরাম ওরে মন ভজ সে মুরারি,
হরিপাদপদ্মচিন্তা অমৃত-উপম
নাহি জানি সুখকর কিছু তার সম ॥ ২ ॥

(১০)

মার্ভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিহীনভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদকরণে দাসস্য কিং ন ক্রমঃ ? ॥

মুঢ় মন ভয় নাই কেন এত ভাব ?
অশেষ যম-যাতনা কি করিবে তব ?
পাপরিপু তার কিছু করিতে না পারে
শ্রীধর বিরাজে সদা যাহার অন্তরে ;
আলস্য ত্যজিয়া হৃদে করহ চিন্তন
ভকতিহীন সেই নারায়ণ ধন,

স্বতীকুসুমাজলিঃ ।

সক্ষম যে ত্রিলোকের বিপদ নাশিতে
নারিবে কি শুধু এই দাসেরে তারিতে ? ॥ ১০ ॥

(১১)

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
মৃতদুহিতৃকলত্রাণভারাবতানাম্
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামগ্নবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং ॥

পড়িয়া ভবসাগরে যারা অবিরত
স্বপ্নদুঃখ দ্বন্দ্ববাতে হ'তেছে তাড়িত,
সংসারের গুরুভার যাদের গলায়
বিষম বিষয়-জলে হাবুডুবু খায়,
সেই সব অসহায় মানবে তারিতে
একমাত্র বিষ্ণুতরি সহায় জগতে ॥ ১১ ॥

(১২)

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গকাণাম্ ।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশচক্রপার্ণির্নাণাম্ ॥

রজোগুণে নিপতিত মোহজালাবত
জননমরণদোলা-দুর্গমে পতিত,

অশরণ আতুরের কেবল শরণ
চক্রধারী শুভকারী সেই নারায়ণ ॥ ১২ ॥

(১৩)

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে ! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ
কুরু ॥

শত শত অপরাধ করিয়াছি কত
ভীম ভবার্ণবোদরে র'য়েছি পতিত,
অগতি শরণাগত আমি নিরাশ্রয়
ওহে হরি ! কৃপা করি দাও পদাশ্রয় ॥ ১৩ ॥

(১৪)

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো
মা মূৰ্খত্বং মা কুশেদেষু জন্ম ।
মিথ্যা দৃষ্টি মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥

এই ক'র নারীভাব যেন নাহি হয়
মনে যেন নাহি হয় কুভাব উদয়,
মূৰ্খ হ'য়ে বেঁচে যেন না হয় থাকিতে,
কুদেশে না হয় যেন জনম লইতে,
কখন নাহিক যেন নাস্তিকতা ধরে
বিষ্ণুভক্ত হই যেন জন্মজন্মান্তরে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুশ্রুতিপ্রমাদাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরশ্চৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা বচন
স্বেচ্ছামত অনুকৃত যা' করি যখন,
সকল করম মোর সকল চিন্তন
পরমাত্মা নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ১৫ ॥

(১৬)

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎসর্বং ন ময়া কৃতং ।
ত্বয়া কৃতস্ত ফলভূক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

ক'রেছি করিব কিংবা যা' করি যখন
সকলি তোমার করা হে মধুসূদন !
তুমি করিয়াছ যাহা ফল ভুঞ্জ তার
কিছু নাহি জানি আমি সকলি তোমার ॥ ১৬ ॥

(১৭)

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্ ।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষঞ্জা তারয়িষ্যত্যবশম্ ॥

স্মৃতিকুসুমাজলিঃ ।

৬৭

কেমনে তরিব ভবজলধি দুস্তর
এই ভেবে ওরে মন হ'ওনা কাতর,
কমলনয়ন দেব নরকনিধন
ত্রিকূষে সতত হৃদে কর রে চিন্তন,
তঁাহাতে অচলা ভক্তি থাকিলে তোমার
অবশ্য তরিয়া যাবে ভবপারাবার ॥ ১৭ ॥

(১৮)

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধৃতমোহোন্মিমালা :
দারাবর্তে শমনসংজগ্রাহশঙ্কাকূলে চ ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্থিধামনু !
পাদাস্তোজে বরদ ! ভবতো ভক্তিভাবে প্রসীদ ॥

সংসারজলধি মাঝে বাসনার ছলে
কামনাবাতাসে মোহতরঙ্গ উথলে,
দারাস্থত আদি নানা আবর্ত তাহার
লোলূপ শমনগ্রাহ সতত বেড়ায়,
পড়িয়া আমরা ভীম ভবার্ণবোদরে
ত্রিবিক্রম ! সকাতরে ডাকি হে তোমারে,
কোথা আছ দয়াময় ! দীনে দেখা দাও
বরদ ! ভকতজনে সুপ্রসন্ন হও ॥ ১৮ ॥

(১৯)

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্লুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-
 স্তেজো নিশ্বসনং মরুভনুতরং রক্ষুং সূক্ষ্মং নভঃ ।
 ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
 দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলিকণঃ ॥

দরশন পেলে যার শ্রীচরণ-রেণু
 অল্পমান হয় বিশ্ব রেণু-পরমাণু,
 অসীম জলধি জলবিন্দু হ'য়ে যায়
 অনলের তেজ তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গের প্রায়,
 প্রচণ্ড পবন মনে হয় নিশ্বসন,
 অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র সম দেখায় গগন,
 রুদ্র পিতামহ আদি হন ক্ষুদ্রতম
 ইন্দ্র আদি দেবগণ যেন কীটসম,
 নিখিলতারণ যিনি অনাদি অক্ষয়
 সেই নারায়ণ-পদপঙ্কজের জয় ॥ ১৯ ॥

(২০)

আম্মায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কচ্ছুব্রতান্যম্বহং
 মেদচ্ছেদপদানি পূৰ্ত্তবিধয়ঃ সৰ্ব্বং হৃতং ভস্মনি ।
 তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
 দ্বন্দ্বান্তোরুহসংস্কৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥

না পূজিলে ষাঁর দু'টা চরণকমল
বেদাভ্যাস বনমাবে রোদন কেবল,
কঠোর তপস্তা ব্রত বৃথা পরিশ্রম
পূৰ্ত্তবিধি সব বৃথা ভস্মে ঘৃত সম,
তীর্থস্নান গজ-জলকেলি সম হয়
সেই দেব নারায়ণ শ্রীহরির জয় ॥ ২০ ॥

(২১)

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি
বভ্রুং সমর্থোহপি ন বভ্রি কশ্চিৎ
অহো ! জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥

আনন্দ গোবিন্দ রাম মুকুন্দ মুরারি,
নারায়ণ নিরাময় অনন্ত শ্রীহরি
বলিতে সমর্থ তবু কেহ নাহি বলে
তাই বুঝি আহা ! কারো মোক্ষ নাহি মিলে ॥ ২১ ॥

(২২)

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরাসারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে ।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে

নমঃ ॥

ক্ষীরোদ-তরঙ্গবারি-কণিকা-আসার
তাহাতে সুচারু মূর্তি তারকিত য়ার,
অনন্ত-শয্যায় যিনি করেন শয়ন
মুরারি মাধবে সেই করিহু বন্দন ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকুলেশ্বররাজ-বিরচিতা মুকুন্দমালা সমাপ্তা ।

ভবান্যষ্টকম্ ।

(১)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা ।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তি মমৈব
গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

জনক জননী জায়া পুত্র পরিজন
দাস দাসী দাতা নাহি না আছে শরণ,
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর ধর্মে নাহি মতি
তুমি মা ভবানি ! মোর একমাত্র গতি ॥ ১ ॥

(২)

ভবাক্রাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।

কুসংসর্গরজ্জুপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

অপার সংসারসিদ্ধু-মাঝারে পতিত
কাম-লোভ-মদে অন্ধ মহাচ্ছঃখভীত,
প্রবন্ধ কুসঙ্গপাশে কাতর পরাণী
একমাত্র গতি মোর তুমি মা ভবানি ! ॥ ২ ॥

(৩)

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তত্ত্বং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্ ।
ন জানামি পূজাং ন চ গ্রাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

দান ধ্যান মন্ত্র তত্ত্ব স্ততি আরাধন,
প্রাণায়াম গ্রাস আদি যোগ প্রকরণ,
কিছুই না জানি শুধু এই মাত্র জানি
একমাত্র গতি মোর তুমি ভবরাণি ! ॥ ৩ ॥

(৪)

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ ।
ন জানামি ভক্তিং ত্রতং বাপি মাত-
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

পুণ্যকৰ্ম নাহি জানি আমি মা অজ্ঞান
 তীর্থ ব্রত ভক্তি মুক্তি না জানি নির্ঝাণ,
 আর কিছু জানি না মা ! এই মাত্র জানি
 একমাত্র গতি তুমি ওগো ভবরাণি ! ॥ ৪ ॥

(৫)

কুকৰ্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
 কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।
 কুদৃষ্টিঃ কুবাধ্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
 গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

সতত কুকৰ্ম্মে রত কুদাস কুমতি,
 কুকথাপ্রসঙ্গ-প্রিয় কুসঙ্গে বসতি,
 বিবেক-বিহীন কুলধৰ্ম্ম নাহি মানি
 একমাত্র গতি মোর তুমি মা ভবানি ! ॥ ৫ ॥

(৬)

প্রজেশং রমেশং মহেশং স্বরেশং
 দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ !
 ন জানামি চান্দ্ৰং কদাহং শরণ্যে
 গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কিংবা দিবাকর
 ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত আছেন অমর,

তোমা বিনা কতু অশ্রু কা'রেও না জানি
ভবে একমাত্র গতি তুমি ভবরাণি ! ৬ ॥

(৭)

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পৰ্বতে শত্রুমধ্যে ।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্বং গতিস্বং ত্রমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রমাদে প্রবাসে
পৰ্বতে অনলে জলে রণে বনবাসে,
সতত শরণ্যে শিবে ! কর' মা রক্ষণ
ভবরাণি ! একমাত্র তুমিই শরণ ॥ ৭ ॥

(৮)

অনাথো দরিদ্রো জ্বরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবদ্ধঃ ।
বিপত্তৌ প্রবিক্টঃ প্রণক্টঃ সদাহং
গতিস্বং গতিস্বং ত্রমেকা ভবানি ॥

আমি অতি দীন হীন ক্ষীণ অশরণ
জ্বর-জরজর মুখে না সরে বচন,
বিপন্ন সর্বদা নষ্ট সর্বদা আমার
তোমাবিনা ভবরাণি ! গতি নাহি আর ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যাবিরচিতং ভবান্তষ্টকং সমাপ্তম্ ।

ଦେବୀସ୍ତୁତିଃ ।

(ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ହରିତେ ଗୃହୀତ)

(୧)

ଦେବି ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତ୍ତିହରେ ପ୍ରସୀଦ
 ପ୍ରସୀଦ ମାତର୍ଜଗତୋହଧିନାମ୍ ।
 ପ୍ରସୀଦ ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରି ! ପାହି ବିଶ୍ଵଂ
 ତ୍ଵମୀଶ୍ଵରୀ ଦେବି ! ଚରାଚରସ୍ୟ ॥
 ଜଗତ-ଜନନି ! ଦେବି ଦୁର୍ଗତିହାରିଣି !
 ପ୍ରସନ୍ନ ହଂଗେ । ମାତଃ ବିଶ୍ଵପ୍ରସବିନି !
 ଚରାଚର ଜଗତେର ତୁମି ମା ! ଈଶ୍ଵରୀ
 ବିଶ୍ଵେଶ୍ଵରି ! ବିଶ୍ଵ ରକ୍ଷା କର କୃପା କରି । ୧ ॥

(୨)

ଆଧାରଭୂତା ଜଗତସ୍ତ୍ରମେକା
 ମହୀଷରୂପେଂ ଯତଃ ସ୍ଥିତାସି ।
 ଅପାଂ ସ୍ଵରୂପସ୍ଥିତୟା ତ୍ଵୟୈତ-
 ଦାପ୍ୟାୟାତେ କୃତ୍ସ୍ନମଳଞ୍ଜ୍ୟାବୀର୍ଯ୍ୟେ ॥
 ଜଗତେର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର-ରୂପିଣୀ
 ତୁମି ମା ! ଧରଣୀରୂପେ ଜଗତ-ଧାରିଣୀ,

অপার মহিমা তব কে করে বর্ণন
বারিরূপে স্নিগ্ধ কর এ বিশ্বভুবন ॥ ২ ॥

(৩)

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিৱনন্তবীৰ্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
তুমি মা বৈষ্ণবী-শক্তি অনন্ত-শক্তি
বিশ্ববীজ-স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন
তুমি তুষ্ট হ'লে ঘুচে এ ভব বন্ধন ॥ ৩ ॥

(৪)

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
দ্বিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥
হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমার মূরতি
জগতে সকল নারী তব প্রতিকৃতি,
মাতুরূপে তুমি একা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী
কি ব'লে তোমার স্তুতি করিব না জানি ॥ ৪ ॥

(୧)

ସର୍ବଭୂତା ମଦା ଦେବି ସ୍ୱର୍ଗମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।

ତ୍ୱଂ ସ୍ତୁତା ସ୍ତୁତୟେ କା ବା ଭବନ୍ତୁ ପରମୋକ୍ତୟଃ ॥

ତୁମି ଦେବି ! ସର୍ବଭୂତେ କର ଅଧିଷ୍ଠାନ

ଭକ୍ତଜ୍ଞେ ସ୍ୱର୍ଗମୁକ୍ତି କର ମା ! ପ୍ରଦାନ,

ସାଧନ ସ୍ତବନେ ତୁଷ୍ଟି ହିଲେ ତୋମାର

ସ୍ତୁତି କରିବାର ବାକି କି ରହିଲ ଆର ॥ ୧ ॥

(୨)

ସର୍ବସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପେଣ ଜନସ୍ୟ ହୃଦି ସଂସ୍ଥିତେ ।

ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗଦେ ଦେବି ! ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ସର୍ବଜୀବ-ହୃଦେ ତୁମି ବୁଦ୍ଧି-ସ୍ୱରୂପିଣୀ

ସବାକାର ତୁମି ସ୍ୱର୍ଗମୁକ୍ତି-ପ୍ରଦାୟିନୀ ;

ନମି ଦେବି ନାରାୟଣି ! ଶ୍ରୀପଦେ ତୋମାର

ପ୍ରଣମି ପ୍ରଣମି ମାଗୋ ! ନମି ଅନିବାର ॥ ୨ ॥

(୩)

କଳାକାର୍ଥାଦିରୂପେଣ ପରିଣାମପ୍ରଦାୟିନି !

ବିଶ୍ୱସ୍ୟୋପରତୌ ଶକ୍ତେ ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

କଳାକାର୍ଥା ରୂପେ କାଳ କରି ପରିମାଣ

ତୁମି ଗୋ ମା ! ପରିଣାମ କରିଛ ପ୍ରଦାନ,

বিনাশিতে এই বিশ্ব শক্তি তোমার
নারায়ণি ! তব পদে নমি অনিবার ॥ ৭ ॥

(৮)

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি ! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

সর্বশুভ-সুমঙ্গল-মঙ্গলকারিকে !
কল্যাণদায়িনি শিবে সর্বার্থসাধিকে !
সবার শরণ্যে মাগো গৌরি ত্রিনয়নি !
ঐপদককমলে তব নমি নারায়ণি ! ॥ ৮ ॥

(৯)

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

জগতের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ-কারিণী
মহাশক্তিস্বরূপিণী তুমি সনাতনী,
তুমি সর্বগুণাশ্রয় ত্রিগুণরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ৯ ॥

(১০)

শরণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বসম্যাক্তিহরে দেবি ! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

সতত শরণাগত কাঙ্গাল জনের
পরিত্রাণ কর মাগো আৰ্ত্ত মানবের,

স্তুতিকুসুমাজলিঃ ১

তুমি দেবি ! দুঃখ-তাপ-দুর্গতিহারিণি
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ১০ ॥

(১১)

হংসযুক্তবিমানশ্চে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ।
কৌশান্তক্ষরিকে দেবি ! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

যুগ্ম-শ্বেতহংস-যুক্ত বিচিত্র বিমান
ক'রেছ ব্রহ্মাণীরূপে তুমি অধিষ্ঠান,
কুশাগ্রে শান্তির বারি সিঞ্চ মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ১১ ॥

(১২)

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি ।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

মাহেশ্বরীরূপে তুমি ত্রিশূলধারিণী
শশাঙ্কভালিনী তুমি ভূজঙ্গমালিনী,
তুমি মা জননি ! মহাবৃষভবাহিনি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ১২ ॥

(১৩)

ময়ূরকুঙ্কটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে ।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

ময়ূর কুঙ্কট আদি বিহঙ্গ-বেষ্টিত
কৌমারী রূপেতে তুমি আছ অধিষ্ঠিতা,

মহাশক্তিধরে মহাশক্তিস্বরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৩ ॥

(১৪)

শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে !
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ ধনু আদি আর
ধর মা ! পরমায়ুধ বিবিধ প্রকার,
প্রসন্ন হও মা তুমি বৈষ্ণবীরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৪ ॥

(১৫)

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংশ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে ।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

ধর মা বিশাল চক্র ভীষণ আকার
দংশ্ট্রা দিয়া বসুন্ধরা ক'রেছ উদ্ধার,
সর্বশুভঙ্করী শিবে বরাহরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৫ ॥

(১৬)

নৃসিংহরূপেণোগ্রাণে হস্তং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে ।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

হৃদয় দানবগণে করিতে নিধন
উগ্র নরসিংহ রূপ ক'রেছ ধারণ,

ত্রিলোক-তারিণী তুমি ওগো মা জননি !
প্রণমি চরণে ভব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৬ ॥

(১৭)

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ।
ব্রতপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্ততে ।

ইন্দ্রাণি মা ! কিরীটিনী কুলিশধারিণী
দিব্য সমুজ্জ্বল দীপ্ত সহস্রনয়নী,
ব্রহ্মাসুর-বিনাশিনী তুমি মা জননি !
প্রণমি চরণে ভব ওমা নারায়ণি ॥ ১৭ ॥

(১৮)

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

শিবদূতী রূপ তুমি করিয়া ধারণ
অসংখ্য দানবসৈন্য ক'রেছ নিধন,
করাণরূপিণী তুমি ভীম নিনাদিনী
প্রণমি চরণে ভব ওমা নারায়ণি ॥ ১৮ ॥

(১৯)

দংশ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

করালবদনা কালী ভীষণদশনা
সারি সারি নরশিরোমালাবিভূষণা,
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিতে চামুণ্ডারূপিণী
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ১৯ ॥

(২০)

লক্ষ্মি লজ্জা মহাবিদ্বে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

তুমি লক্ষ্মী মহাবিদ্ভা লজ্জাস্বরূপিণী
শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা তুমি সত্যসনাতনৌ,
মহারাত্রি মহামায়া তুমি মা জননি!
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ২০ ॥

(২১)

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

মেধাস্বরূপিণী মাগো তুমি সরস্বতী
অনাদিরূপিণী শিবে পরমা বিভূতি,
ঈশাণী তামসী জ্যোতিঃ তুমি মা জননি!
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ২১ ॥

(২২)

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমম্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্ততে ॥

সর্বস্বরূপিণী দেবি ! ঈশ্বরী সবার
 ভূমি সর্বশক্তিমতী সর্বদেবতার,
 সর্ব ভয় হ'তে ত্রাণ কর মা জননি !
 প্রণমি চরণে তব দুর্গতিহারিণি ! ॥ ২২ ॥

(২৩)

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ।
 পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোহস্ততে ॥

তব সৌম্য ত্রিনয়ন-ভূষিত বদন
 সর্বভূত হ'তে মাগো সদা সর্বক্ষণ
 মোদের করুক রক্ষা ওগো মা জননি !
 প্রণমি চরণে তব ওমা কাত্যায়নি ! ॥ ২৩ ॥

(২৪)

জ্বালাকরালমত্যাগ্রমশেষাস্তরসূদনম্ ।
 ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে ভদ্রকালি নমোহস্ততে ॥

বাক্ বাক্ জলে তীব্র বলসে ভুবন
 অস্তরনাশন তব ত্রিশূল ভীষণ,
 মোদের করুক রক্ষা ভয়ে বা বিপদে
 ভদ্রকালি ! নমি মাগো তব রাঙ্গা পদে ॥ ২৪ ॥

(২৫)

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ ।
 সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ স্ততানিব ॥

তীব্র ভীমনাদে পূরি এ বিশ্ব সংসার
দৈত্যতেজ নাশে মাগো যে ঘণ্টা তোমার
মোদের করুক তাহা রক্ষা অবিরত
সর্বপাপ হ'তে তব সন্তানের মত ॥ ২৫ ॥

(২৬)

অম্বরাস্থগ্বেষাপক্চর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥

অম্বরশোণিতমেদ-সিক্ত অবিরল
তব করে শোভে মা ! যে খড়্গ সমুজ্জ্বল,
হোক তাহা আমাদের মঙ্গল-নিদান
চণ্ডিকে প্রণমি মোরা করি প্রণিধান ॥ ২৬ ॥

(২৭)

রোগানশেষানপহংসি তুষ্ঠা
রুষ্ঠা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাগাং
ত্বামাশ্রিতাঃ হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥

নাশ' মা হইলে তুষ্ট সর্বরোগ ভয়
রুষ্ট হ'লে নাশ' সর্ব অভীষ্ট বিষয়,
বিপদ না হয় তব আশ্রিত জনার
তোমার আশ্রিত হয় আশ্রয় সবার ॥ ২৭ ॥

(২৮)

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়া
 ধর্মদ্বিবাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।
 রূপৈরনেকৈব হৃদাভ্যমূর্ত্তিং
 কৃতাস্মিকে তৎ প্রকরোতি কান্ধা ॥

বহুবধ করি দেবি ! মূর্ত্তি আপন
 ধরি মা অধিকে ! কত রূপ অগণন,
 নাশিলে ধর্মদেবী মহাসুরগণে
 কে তাহা করিতে পারে মা ! তোমা বিহনে ॥ ২৮ ॥

(২৯)

বিদ্যাস্ত শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
 স্বাভ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্য ।
 মমত্বগর্ত্তেহতিমহান্ধকারে
 বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥

বিবেক-প্রদীপ সম সকল বিদ্যায়
 সর্বশাস্ত্রে বেদবাক্যে প্রকাশে তোমায়,
 তুমি মা ! ঘুরাও সর্বজীবে এ সংসারে
 ফেলি মায়াগর্ত্তে অতি ঘোর অন্ধকারে ॥ ২৯ ॥

(৩০)

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগাঃ
যত্রারয়ো দম্ভ্যবলানি যত্র ।
দাবানলো যত্র তথাক্রিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥

ভীষণ রাক্ষস কাল ভুজঙ্গ-কবলে
অরাতি দানবসৈন্ত মাঝে দাবানলে,
মহাসিদ্ধ মাঝে মাগো ! থাকি সর্বক্ষণ
এ বিশ্বের কর সর্ব জীবের রক্ষণ ॥ ৩০ ॥

(৩১)

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়াঃ যে ত্বয়ি ভক্তিনত্ৰাঃ ॥

বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্ব কর মা ! পালন
বিশ্বাত্মিকা তুমি বিশ্ব কর মা ধারণ,
বিশ্বেশ্বর-বন্দনীয়্য তুমি মা ! আমার
তব ভক্ত সারা বিশ্বে আশ্রয় সবার ॥ ৩১ ॥

(৩২)

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতে-
নিত্যং যথাস্থরবধাদধুনৈব সত্ত্বঃ ।

পাপানি সৰ্বজগতাক্ষ শমং নয়ান্ত
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥

দানবে নাশি মা ! আজ করিলে যেমন
শত্রুভয় হ'তে নিত্য ক'র মা ! রক্ষণ,
আশু শান্তি কর' মাগো ! সৰ্ব জগতের
পাপ তাপ উপসর্গ দৈববিপাকের ॥ ৩২ ॥

(৩৩)

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্থিহারিণি !
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

হও মা ! প্রণত জনে প্রসন্ন জননি !
তুমি দেবি ! এ বিশ্বের দুঃখনিবারিণী,
ত্রিলোকবাসীর পূজ্য তুমি সবার
ইষ্ট বর দিয়া বাঞ্ছা পূরাও সবার ॥ ৩৩ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীস্তুতিঃ ।

ଦୁର୍ଗାସ୍ତବରାଜଃ ।

(୧)

ନମସ୍ତେ ଶରଣ୍ୟେ ଶିବେ ସାନ୍ତୁକମ୍ପେ
ନମସ୍ତେ ଜଗଦ୍ଭ୍ୟାପିକେ ବିଶ୍ଵରୂପେ ।
ନମସ୍ତେ ଜଗଦ୍ଭନ୍ଦ୍ୟପାଦାରବିନ୍ଦେ
ନମସ୍ତେ ଜଗତ୍ତାରିଣି ତ୍ରାହି ଦୁର୍ଗେ ॥

ପ୍ରଣମି କରୁଣାୟି ! ଶରଣଦାୟିନି !
ଭୁବନବ୍ୟାପିନି ! ଶିବେ ବିଶ୍ଵସ୍ଵରୂପିଣି !
ତ୍ରିଭୁବନ ପୂଜେ ତବ ଶ୍ରୀପଦନଳିନୀ
ନମି ଦୁର୍ଗେ ! ତ୍ରାଣ କର ଜଗତ୍-ତାରିଣି ! ॥ ୧ ॥

(୨)

ନମସ୍ତେ ଜଗଚ୍ଛିନ୍ତ୍ୟମାନସ୍ଵରୂପେ
ନମସ୍ତେ ମହାଯୋଗିନି ଜ୍ଞାନରୂପେ !
ନମସ୍ତେ ସଦାନନ୍ଦାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପେ
ନମସ୍ତେ ଜଗତ୍ତାରିଣି ତ୍ରାହି ଦୁର୍ଗେ ! ॥

নিখিল জগৎ চিস্তে স্বরূপ তোমার
 প্রণমি চরণে তব নমি অনিবার,
 তুমি মা মহাযোগিনি ! জ্ঞানস্বরূপিণী
 প্রণমি তোমারে মাগো জগৎ-জননি !
 সদানন্দ-হৃদে তুমি আনন্দরূপিণী
 নমি দুর্গে ! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ২ ॥

(৩)

অনাথস্য দীনস্য তৃষণাতুরস্য
 ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বন্ধস্য জন্তোঃ ।
 ত্রমেকা গতির্দেবি নিস্তারকত্রী
 নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে
 দীন হীন তৃষাতুর অনাথজনের
 ক্ষুধার্ত শঙ্কিত বন্ধ কাতর জীবের,
 তুমি দেবি ! একমাত্র নিস্তারকারিণী
 নমি দুর্গে ! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ৩ ॥

(৪)

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
 হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।
 ত্রমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু-
 নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বনে রণে শক্রমণ্ডো রাজনিকেতনে
অনলে জলধিজলে প্রান্তরে বিজনে,
তুমি দেবি ! একমাত্র গতি নিস্তারিণি !
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৪ ॥

(৫)

অপারে মহাদুস্তরেহত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্ ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

অপার দুস্তর ঘোর অতীব ভীষণ
বিপদ সাগরে জীব হতেছে মগন,
তুমি দেবি ! একমাত্র নিস্তারকারিণী
নমি দুর্গে ! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৫ ॥

(৬)

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোদ্রুণলীলা-
লসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে ।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বিস্তারি প্রচণ্ড লীলা চণ্ডিকে ! তোমার,
নাশিলে ইন্দ্রের ভয় অশেষ প্রকার,

তুমি একমাত্র গতি বিপদনাশিনি !
নমি দুর্গে ! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৬ ॥

(৭)

হুমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা ।
ঈড়া পিঙ্গলা ত্বং স্বযুম্মা চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

তুমি মা ! অপরাজিতা ত্রিলোকপূজিতা
স্বনৃতবাদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিতা,
তুমি মা ! পিঙ্গলা ঈড়া স্বযুম্মারূপিণী
নমি দুর্গে ! ত্রাণকর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৭ ॥

(৮)

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুদ্রত্যাগোঘস্বরূপে ।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমি দেবি দুর্গে শিবে ভীমনিদানিনি !
সরস্বতি অরুদ্রতি অমোঘরূপিণি !

তুমি শচী সিদ্ধি সতী কাল-নিশীথিনী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ॥ ৮ ॥

(৯)

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজধরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং ।
নৃপতিগৃহগতানাং দম্ভ্যভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

তুমি মা শরণ দেব-দৈত্য-মানবের
সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মুনি-তপস্বিজনের,
নৃপগৃহগত কিংবা ব্যাধিপ্রপীড়িত
অথবা দম্ভ্যর হস্তে যাহারা পতিত,
তুমি দেবি ! সকলের দুর্গতিনাশিনী
দীন জনে স্রুপ্রসন্ন হওগো জননি ! ॥ ৯ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপহৃদ্যাকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ
সমাপ্তঃ ।

দেবগণকৃতং লক্ষ্মীস্তোত্রম্ ।

(১)

ক্ষমস্ব ভগবত্যশ্বে ক্ষমাশীলে পরাংপরে ।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জিতে ॥

ক্ষমা কর ভগবতি ! ওমা ক্ষমাশীলে !

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি ! ওগো মা কমলে !

সারাংসারা পরাংপরা পরমা প্রকৃতি

কোপাদিবর্জিতা তুমি মূর্ত্তিমতী ধৃতি ॥ ১ ॥

(২)

উপমে সর্বসাধ্বীনাং দেবীনাং দেবপূজিতে ।

ত্বয়া বিনা জগৎ সর্বং মৃততুল্যঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥

সতী সাধ্বী রমণীর তুমি মা ! উপমা

দেবতাপূজিতা রমা সর্বদেবীসমা,

তোমার বিহনে মাগো ! সকলি অসার

মৃততুল্য মনে হয় এ বিশ্ব-সংসার ॥ ২ ॥

(৩)

সর্বসম্পৎস্বরূপা ত্বং সর্বেষাং সর্বরূপিণী ।

রাসেশ্বর্য্যাদিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্বযোষিতঃ ॥

স্বর নর সকলের সম্পদরূপিণী
জগৎ-সর্বস্ব তুমি বিশ্ব-স্বরূপিণী ;
রাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি রাসেশ্বরী
সকলেই তব অংশ যত আছে নারী ॥ ৩ ॥

(৪)

কৈলাসে পার্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যকা ।
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মী ত্বং মর্ত্যলক্ষ্মী চ ভূতলে ॥

কৈলাসে পার্বতী তুমি মহেশমোহিনী
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি ক্ষীরোদনন্দিনী,
তুমি গো মা ! স্বর্গলক্ষ্মী ত্রিদিবমণ্ডলে
মর্ত্যলক্ষ্মী রূপে তুমি বিরাজ ভূতলে ॥ ৪ ॥

(৫)

বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মী দেবদেবী সরস্বতী ।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ ॥

মহালক্ষ্মীরূপে কর বৈকুণ্ঠে বসতি
দেবদেবী মহাদেবী তুমি সরস্বতী,
তুমিই তুলসী গঙ্গা পতিতপাবনী
সাবিত্রী বিরিকিপুর্বে বেদের জননী ॥ ৫ ॥

(৬)

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্ ।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বঞ্চ বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে ॥

কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণপ্রাণাধিকা
 তুমিই আপনি পুনঃ গোলোকে রাধিকা,
 রাসলীলা মাঝে মাগো ! তুমি রাসেশ্বরী
 বৃন্দাবন বনে তুমি বৃন্দা গোপনারী ॥ ৬ ॥

(৭)

কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাগীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে ।
 বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ স্তন্দরী ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া তুমি গো মা ! ভাগীরকাননে
 চন্দ্রাদেবী নাম ধর' চন্দনের বনে,
 বিরাজ চম্পক-বনে বিরজা ঈশ্বরী
 শতশৃঙ্গ শৈলে তুমি শোভিছ স্তন্দরী ॥ ৭ ॥

(৮)

পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে ।
 কুন্দদন্তী কুন্দবনে স্তনীলা কেতকীবনে ॥

বিকসিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী
 মালতী-কুসুমকুঞ্জে তুমি মা ! মালতী,
 কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কুন্দবনে
 তুমি গো স্তনীলা সতী কেতকীকাননে ॥ ৮ ॥

(৯)

কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেহপি চ ।
 রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে ॥

তুমি মা ! কদম্বমালা কদম্বকাননে
বন-অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে,
রাজলক্ষ্মী তুমি গো মা ! নরপতিগুরে
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥

(১০)

ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্বৈ মুনয়ো মানবাস্তথা ।
রুরূত্বানবদনাঃ শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥

এইরূপে নানামতে করিয়া বন্দন
দেবতা মহাশয় মুনি ঋষি তপোধন,
নতমুখে উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল
কেঁদে কেঁদে কণ্ঠতালু ওষ্ঠ শুকাইল ॥ ১০ ॥

(১১)

ইতি লক্ষ্মীস্তুবং পুণ্যং সর্বদেবৈঃ কৃতং শুভং ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় স বৈ সর্বং লভেৎ ধ্রুবম্ ॥

দেবগণকৃত এই কমলার স্তুতি
সুপরিজ্ঞাত স্মরণ্য শুভকর অতি,
প্রভাতে উত্থানকালে যেজন পড়িবে
সকল সম্পদ সেই নিশ্চয় লভিবে ॥ ১১ ॥

ইতি দেবগণকৃতং লক্ষ্মীস্তুত্রং সমাপ্তম্ ॥

সরস্বতীস্তুতিঃ ।

(১)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা ।

শ্বেতাস্বরধরা নিত্য শ্বেতগন্ধানুলেপিতা ॥

শ্বেতশতদলোপরি যিনি বিরাজিতা

শ্বেতপুষ্পদামে সদা সুন্দর-সজ্জিতা

শ্বেতাস্বরপরিধানা নিত্য সনাতনী

শ্বেতগন্ধানুলেপিতা শুভ্রা শ্বেতাঙ্গিনী ॥ ১ ॥

(২-৩)

শ্বেতাস্ত্রী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা ।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥

বরদা সিদ্ধগন্ধর্বৈবন্দিতা সুরদানবৈঃ ।

অর্চিতা মুনিভিঃ সর্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তু য়তে সদা ॥

শুভ্রহস্তা যিনি শ্বেতচন্দনচর্চিতা

শ্বেতবীণাধরা শ্বেতভূষণে ভূষিতা,

বরদাত্রী যিনি সিদ্ধগন্ধর্ববন্দিতা

সুরাসুর মুনি-ঋষি সবার পূজিতা ॥ ২-৩ ॥

(৪)

স্তোত্রেনানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্ ।
যে স্মরন্তি ত্রিসংখ্যাং সৰ্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে ॥

সেই দেবী সরস্বতী যিনি জগদ্ধাত্রী
চৈতন্যরূপিণী সৰ্ববিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী,
ত্রিসংখ্যা এ স্তোত্রে তাঁরে যে করে স্মরণ
সকল প্রকার বিদ্যা লভে সেই জন ॥ ৪ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শীতলাস্তোত্রম্ ।

(১)

বন্দেহং শীতলাং দেবীং রাসভঙ্গ্যাং দিগম্বরীং ।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূৰ্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥

রাসভে আসীনা দেবী দিগম্বরী যিনি
কলসী ঝাঁহার কক্ষে করে সম্ভার্জ্জনী,
শিরোপরে শোভে ঝাঁর সূৰ্প স্ত্রশোভন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন ॥ ১ ॥

(২)

বন্দেহং শীতলাং দেবীং সৰ্বরোগভয়াপহাম্ ।
যামাসাং নিবর্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥

বাহার শরণ নিলে বিস্ফোটক ভয়
জীবের হৃদয় হ'তে বিদূরিত হয়,
সকল প্রকার রোগ করে পলায়ন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন ॥ ২ ॥

(৩)

শীতলে শীতলে চেতি বো ক্রয়াদাহপীড়িতঃ ।

বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

ত্রণদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে জন
শীতলে ! শীতলে ! ব'লে করয়ে ক্রন্দন,
শীত্র তার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হয়
গৃহে তার বিস্ফোটক ভয় নাহি রয় ॥ ৩ ॥

(৪)

শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পৃতিগন্ধযুতস্য চ ।

প্রণকটচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহ জীবনৌষধম্ ॥

জ্বরের জ্বালায় দেহ জর জর যার
ত্রণ পচি পৃতিগন্ধ হ'য়েছে বাহার,
অথবা যাহার নষ্ট হ'য়েছে নয়ন
শীতলে ! ঔষধ তুমি তার সঞ্জীবন ॥ ৪ ॥

(৫)

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্ ।

বিস্ফোটকবিজীর্ণানাং স্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥

নরদেহে যত রোগ অশেষ প্রকার
শীতলে তুমি মা ! কর সকলি সংহার,
ব্রণ-বিষ্ফোটকজীর্ণ জনের জননী
তুমি গো মা ! একমাত্র অমৃতবর্ষিণী ॥ ৫ ॥

(৬)

গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণাঃ নৃণাং ।
হৃদনুধ্যানমাত্রেন শীতলে যাস্তি সংক্ষয়ম্ ॥
গলগণ্ড আদি গ্রহরোগ ছর্নিবার
মানব শরীরে আছে যতেক প্রকার,
তোমার স্মরণমাত্র ওগো মা শীতলে !
সমস্ত বিনষ্ট হ'য়ে যায় সমকালে ॥ ৬ ॥

(৭)

ন মন্ত্ৰং নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিঘতে ।
ত্বামেকাং শীতলে ত্রাত্রীং নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥
হুঃসাধ্য সে পাপরোগ বিনাশ করিতে
মন্ত্ৰ বা ঔষধ কিছু নাহি পৃথিবীতে,
শীতলে মা ! একমাত্র তুমি গো তারিণী
আমি আর অত্র কোন দেবতা না জানি ॥ ৭ ॥

(৮)

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃদ্যসংস্থিতাং ।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদেবি ! তস্য মৃত্যু ন জায়তে ॥

মৃণাল-তন্তুর তুল্য শুভ্র হৃদয় অতি
 নাভি হৃদয়ের মধ্যে তব অবস্থিতি,
 হে দেবি ! তোমাতে ধ্যান করে যেই জন
 তাহারে না যেতে হয় শমন-ভবন ॥ ৮ ॥

(৯)

অষ্টকং শীতলাদেব্যঃ যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা ।

বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

শীতলাদেবীর এই অষ্টক বন্দন
 সতত ভক্তিভাবে পড়ে যেই জন,
 ত্রণ বিস্ফোটক আদি ব্যাধি ভয়কর
 কখন না হয় তার গৃহের ভিতর ॥ ৯ ॥

(১০)

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতৈঃ ।

উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিত যাহাদের মন
 তারাই করিবে ইহা পঠন শ্রবণ,
 বহু ব্যাধি উপসর্গ বিনাশ করিতে
 মহাস্বস্ত্যয়ন এই স্তব পৃথিবীতে ॥ ১০ ॥

(১১)

শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা ।

শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঃ ॥

তুমি মা শীতলে ! সর্বজগৎ-জননী
সকল জীবের তুমি পিতৃস্বরূপিণী,
এ বিশ্বজগৎ-ধাত্রী তুমি মা শীতলে !
প্রণমি জননি ! তব শ্রীপদকমলে ॥ ১১ ॥

(১২)

শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্য কস্যাচিৎ ।
দাতব্যঞ্চ সদা তস্মৈ শ্রদ্ধাভক্তিযুতায় বৈ ॥

শীতলা-অষ্টক অতি গোপনে রাখিবে
যাকে তাকে এই স্তোত্র নাহি বিলাইবে,
শ্রদ্ধাভক্তি-পরিপূর্ণ যার মন প্রাণ
তাহাকেই শুধু ইহা করিবে প্রদান ॥ ১২ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে শীতলাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

ষষ্ঠীস্তোত্রম্ ।

(১)

নমো দেবৈ মহাদেবৈ সিদ্ধৈ শান্ত্যৈ নমোনমঃ ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেবৈ নমোনমঃ ॥

নমি দেবি ! সিদ্ধি ! শান্তি ! চরণে তোমার
নমি মহাদেবী-পদে নমি অনিবার,

শুভকরী যিনি দেবসেনা যার নাম
সেই যষ্টীদেবীপদে করিহু প্রণাম ॥ ১ ॥

(২)

বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমোনমঃ ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ যষ্টীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

বরদা সুখদা ধনপুত্র-প্রদায়িনী
পুরান মনের বাঞ্ছা সকলের যিনি,
মোক্ষদাত্রী সেই যষ্টীদেবীর চরণে
পুনঃ পুনঃ প্রণমিহু ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ২ ॥

(৩)

শক্তিবর্ষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ যষ্টীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

আত্মশক্তি প্রকৃতির বর্ষ্ঠাংশরূপিণী
জননী সিদ্ধযোগিনী যোগমায়া যিনি,
সিদ্ধবিভা সেই যষ্টীদেবীর চরণে
প্রণমিহু পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ যষ্টীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

সারাৎসারা পরাৎপরা সর্ববিধায়িনী
শুভ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিশুদের যিনি,

নমি সে সারদা যষ্টীদেবীর চরণে

প্রণমি অসংখ্যবার ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৪ ॥

(৫)

কল্যাণদায়ৈ কল্যাণৈ ফলদায়ৈ চ কৰ্ম্মণাং ।

প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং যষ্টীদেবৈ নমোনমঃ ॥

কল্যাণী কল্যাণদাত্রী জগৎ-জীবের

কৰ্ম্মফল-প্রদায়িনী সৰ্বমানবের,

ভক্তজনে দেন যিনি প্রত্যক্ষ দর্শন

সেই যষ্টীদেবী-পদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥

(৬)

পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বকৰ্ম্মষু ।

দেবরক্ষণকারিণ্যৈ যষ্টীদেবৈ নমোনমঃ ॥

কাভ্যিকল্প-পত্নী দেবরক্ষণকারিণী

সবার সকল কৰ্ম্মে পূজনীয়া যিনি,

সেই যষ্টীদেবী-পদে করি নমস্কার

ভক্তিপূর্ণ মনে আমি নমি অনিবার ॥ ৬ ॥

(৭)

শুদ্ধসদ্ব্যস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ।

• হিংসাক্রোধবর্জিতায়ৈ যষ্টীদেবৈ নমোনমঃ ॥

শুদ্ধসদ্ব্য-স্বরূপিণী জগৎ-পূজিতা

যষ্টীদেবী যিনি হিংসাক্রোধবিবর্জিতা,

চরণ-যুগলে তাঁর নমি অনিবার
ভক্তিপূর্ণ মনে পুনঃ করি নমস্কার ॥ ৭ ॥

(৮)

ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি বিদ্যাং দেহি স্থপূজিতে ।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি যষ্টীদেবৈব্য নমোনমঃ ॥

স্থপূজিতে তুমি গো মা ! এ তিন ভুবনে
যষ্টীদেবি ! প্রণমিয়া তোমার চরণে,
যাচি ধর্ম্ম যশো বিদ্যা বিজয় কল্যাণ
দয়া করি দীনহীনে কর বরদান ॥ ৮ ॥

(৯)

যষ্টীস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি চ ভক্তিতঃ ।
অপুল্লো লভতে পুত্রং বরং স্থচিরজীবিনম্ ॥

স্থপবিত্র এই যষ্টীদেবীর বন্দন
আন্তরিক ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ,
অপুল্ল স্থচিরজীবী স্থশীল তনয়
নিশ্চয় লভিবে শীঘ্র নাহিক সংশয় ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে যষ্টীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণবন্দনম্ ।

(১)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-নন্দহৃদয়নন্দনং ।
গোপীজনজীবনধন-বৃন্দাবিনচাৰিণম্ ॥
ভানুকোটীবিস্তিততনুমিন্দুকোটীনির্মলং ।
কোটীমদনদর্পদহনবদনকান্তিমুজ্জ্বলম্ ॥

বন্দি সেই কৃষ্ণচন্দ্রে নন্দের নন্দন
বৃন্দাবনচারী যিনি গোপীপ্রাণধন,
দেহ যার কোটীরবি-জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল
কোটি পূর্ণশশী সম স্নিগ্ধ নিরমল,
অমল উজ্জল কান্তি যার বদনেব
দরশনে দহে দর্প কোটি মদনের ॥ ১ ॥

(২)

ইন্দীবরনিন্দিতরুচি-শ্যামলমতিশোভনং ।
বিশ্বভুবনপ্রাণরমণনয়নজ্যোতির্মোহনম্ ॥
কুন্তলশোভিগণ্ডযুগলমরুণাধরপল্লবং ।
মধুরমূরলীধরনিবিমোহিতযোগিজনপ্রাণবল্লভম্ ॥

শ্যামল সুন্দর যার তনু অতুল্যম
নিন্দে নীল ইন্দীবর-রুচি মনোরম,

আখিজ্যোতিঃ য়ার অতি মধুর মোহন
 নিখিলভুবন-মনপরাণরমণ,
 কপোল-যুগল য়ার কুস্তল-শোভিত
 অধর-পল্লব চাক্র অরুণ-রঞ্জিত,
 মধুর মুরলিধ্বনি-মোহিত যোগীর
 পরাণ-বল্লভ যিনি ঋষি তপস্বীর ॥ ২ ॥

(৩)

শিরসি শিখিপুচ্ছচন্দ্রমণ্ডিতচারুচূড়কং ।
 উরসি বনকুহুমমালাধারিণং মনোহারিণম্ ॥
 কটিতটস্থতপীতবসনচুস্বিতপাদপঙ্কজং ॥
 শিবপুরন্দরবিরিঞ্চিবাস্তিতচরণনুপূরনিকণম্ ॥

শিরে শিখিপুচ্ছচন্দ্র-মণ্ডিত সুন্দর
 ষাঁহার চূড়ার শোভা অতি মনোহর,
 বক্ষে বনমালা যিনি করিয়া ধারণ
 জগৎ-জনের মন করেন হরণ,
 কটিতটস্থত পীত বসন-অঞ্চল
 চুস্বিত ষাঁহার পদপঙ্কজ-যুগল,
 মহেশ বিরিঞ্চি ইন্দ্র করেন ষাঁহার
 গুণিতে সতত বাঙ্গা নুপূর-ঝঙ্কার ॥ ৩ ॥

(৪)

বন্দে শ্রীযমুনাপুলিনকুঞ্জবনবিহারিণং ।
 কালীয়নাগদমনং শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণম্ ॥
 শ্রীরাসমণ্ডলমধ্যগং শ্রীরাধিকাসমন্বিতং ।
 বন্দে যুগলকিশোরচরণদ্বন্দ্বং স্মসমাহিতম্ ॥

যমুনাপুলিন-কুঞ্জবিপিন-বিহারী
 কালীয়দমনে বন্দি গোবর্দ্ধনধারী,
 শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সনে
 শ্রীরাধারমণে বন্দি সমাহিত মনে,
 কিশোর কিশোরী রূপ করি দরশন
 আনন্দে যুগল-পদ করিহু বন্দন ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলালবিচারিতং শ্রীকৃষ্ণবন্দনম্ ।

প্রাণেশ্বরপঞ্চকম্ ।

(১)

নবীননীরদমোহনশ্যামঃ
 নিখিলভুবনপ্রাণাভিরামঃ ।
 ললিতমাধুর্য্যমোহিতকামঃ
 মম প্রিয়ঃ প্রাণেশ্বরঃ ॥

নবীন-নীরদ-শ্যাম বরণ মোহন
 যাহারে হেরিলে ভুলে নিখিল ভুবন,
 ললিত মাধুর্য্যে মুগ্ধ মদন যাহার
 প্রিয়তম প্রাণেশ্বর সেই ত আমার ॥ ১ ॥

(২)

সুমধুরস্মিতবিকাশিবদনঃ
 সুগমদাগুরুভালবিলেপনঃ ।
 মালতীকুসুমমালাবিভূষণঃ
 নবকিশোরঃ সুন্দরঃ ॥

সুমধুর-মুহমন্দ-হসিত বদন
 অগুরু কস্তুরী যার ভালে বিলেপন,
 মালতীকুসুমমালা গলে শোভে যার
 সেই ত সুন্দর নবকিশোর আমার ॥ ২ ॥

(৩)

অরুণকরুণনয়নযুগলঃ
 বিলোলকুন্তলরুচিরকপোলঃ ।
 ত্রিভঙ্গবন্ধিমরূপসমুজ্জ্বলঃ
 গোপীপ্রাণমনোহরঃ ॥

অরুণ-করুণ যার নয়ন-যুগল
 কপোলে শোভিছে চারু বিলোল কুন্তল,

ত্রিভঙ্গ-বন্ধিম রূপ সমুজ্জল য়ার
গোপী-প্রাণমনচোরা সেই ত আমার ॥ ৩ ॥

(৪)

আজানুলস্থিতপীতবসনঃ
মুরলীনাদমোহিতভুবনঃ
প্রাণমনোহরনুপূরনিকণঃ
যোগিনাং জীবিতেশ্বরঃ ॥
আজানুলস্থিত পীত-বরণ বসন
যাঁহার মুরলীনাদে মোহিত ভুবন,
নুপূর নিকণে প্রাণমুগ্ধ সবাকার
যোগিজন-প্রাণনাথ সেই ত আমার ॥ ৪ ॥

(৫)

মনো মে বিষয়মখিলং ত্যজ্য
রাজীবচরণযুগলং তস্য ।
হৃদয়মন্দিরে সততং পশ্য
যাচেহং কাতরান্তরঃ ॥
বিষয়-প্রপঞ্চ সব করিয়া বর্জন
দিবানিশি তাঁর দু'টা রাজীব-চরণ,
হৃদয়মন্দির-মাঝে হের অনিবার
কাতর প্রার্থনা এই মন রে আমার ॥ ৫ ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দলালবিরচিতং প্রাণেশ্বরপঞ্চকম্ ।

বিশ্বরূপস্তোত্রম্ ।

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতে গৃহীত)

(১)

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা
 জগৎ প্রহৃত্যতানুরজাতে চ ।
 রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
 সৰ্বৈ নমস্তান্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥

হৃষীকেশ ! তব লীলামহিমকীৰ্ত্তনে
 সমগ্র জগৎ হর্ষে সমুৎফুল্ল মনে,
 প্রেমে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়
 অথবা হইয়া ভীত রাক্ষস নিচয়
 ক্রতপদে দশদিকে করে পলায়ন,
 প্রণমে চরণে তব যত সিদ্ধগণ,
 সকলি সঙ্গত কিছু বিচিত্র ত নয়
 বিশ্বরূপ হেরি তব বুঝেছি নিশ্চয় ॥ ১ ॥

(২)

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
 গরীয়সে ব্রহ্মণোপ্যাদিকল্পে ।
 অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
 ভ্রমক্ষরং সদসন্তং পরং যৎ ॥

কেন বা না প্রশমিবে ওহে মহাত্মন !
তোমার চরণে তারা সঁপি প্রাণ মন,
তুমি যে ব্রহ্মার' গুরু হ'তে গরীয়ান
জগতের আদি কর্তা কারণ মহান,
নিয়ন্তা ঈশ্বর সর্ব দেবতাগণের
অনন্ত ! আশ্রয় তুমি নিধিল বিশ্বের,
যা' আছে যা' নাই তুমি তাহার' অতীত
অক্ষর পরম ব্রহ্ম বেদান্তে কথিত ॥ ২ ॥

(৩)

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেভাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

তুমি আদি দেব সৃষ্টিকর্তা সকলের
দেহপুরে বাস কর সমস্ত ভূতের,
অনাদি অনন্ত কাল নিত্য বিজ্ঞান
তুমি দেব চিরন্তন পুরুষ পুরাণ,
পরম নিধান তুমি, প্রলয়ের পরে
এবিশ্ব নিহিত থাকে তোমারি ভিতরে,
তুমি জ্ঞাতা অধিষ্ঠাতা জীব চৈতন্তের
তুমিই আবার জেয় বস্তু সকলের,

তুমি হে পরম ধাম দিব্যজ্যোতির্ময়
 তোমাতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
 হে অনন্তরূপ ! তুমি কত রূপ ধ'রে
 সতত র'য়েছ ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে ॥ ৩ ॥

(৪)

বায়ুর্ষমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিস্বঃ প্রপিতামহশ্চ ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে ॥
 তুমি বায়ু তুমি ষম তুমি হতাশন
 বরুণ শশাঙ্ক তুমি প্রজাপতিগণ,
 পিতামহ ব্রহ্মা যিনি পিতা তুমি তাঁর
 প্রণমি সহস্রবার চরণে তোমার,
 পুনঃ পুনঃ তব পদে করিহে প্রণাম
 তবু প্রাণ নাহি ভরে নমি অবিরাম ॥ ৪ ॥

(৫)

নমঃ পুরস্তাদত পৃষ্ঠতন্তে
 নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥

সম্মুখে তোমাতে আমি করি নমস্কার
পৃষ্ঠদেশে নমস্কার করি হে আবার,
সর্বদিকে আছ তুমি সর্বতঃ প্রকারে
সর্বত্র হে সর্ব ! আমি প্রেমি তোমাতে,
অনন্ত-শক্তি তুমি অমিত-বিক্রম
সারাবিশ্ব আছ ব্যাপি স্থাবর জঙ্গম,
তাই ত তোমাতে 'সর্ব' বলে সর্বজনে
প্রণাম করিহে আমি তোমার চরণে ॥ ৫ ॥

(৬)

সখেতি মত্তা প্রসভং যদুভয়ং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

এত যে মহিমা তব আগে না জানিয়া
সখা ভাবি তোমাতে যে আবেগে ভরিয়া,
হে "কৃষ্ণ" "যাদব" "সখা" যা' ইচ্ছা যখন
ব'লেছি প্রেমে বা ভ্রমে হইয়া মগন ॥ ৬ ॥

(৭)

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্রাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥

হে অচ্যুত ! পরিহাসচ্ছলে তোমা সনে
 বিচরণে শয়নে বা আসনে ভোজনে,
 পরোক্ষে বা সর্বজন সমক্ষে তোমারে
 অবজ্ঞা ক'রেছি কত অন্তায় ব্যভারে,
 সে সমস্ত অপরাধ স্বরিয়া শিহরি
 অপ্রমেয় ! তব পদে ক্ষমা ভিক্ষা করি । ৭ ।।

(৮)

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য
 ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।
 নত্বৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্ত্যো
 লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥

পিতা তুমি চরাচর নিখিল বিশ্বের
 তুমি পূজ্য পরমেষ্ঠ গুরু সকলের,
 গুরু হইতেও পূজ্য তুমি গরীয়ান
 কেহ আর নাহি আছে তোমার সমান,
 তোমার অধিক বল কেবা হ'তে পারে
 অতুল-প্রভাব তুমি এ তিন সংসারে ॥ ৮ ॥

(৯)

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাযং
 প্রসাদয়ে স্বামহমাশমীড্যম্ ।
 পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যঃ
 প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢ়ুম্ ॥

তাই ত সর্বাঙ্গ মোর ভূমে লুটাইয়া
চরণে তোমার আমি প্রণাম করিয়া,
তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করি হে ঈশ্বর !
পরম আরাধ্য দেব ! পূজ্য পরাংপর,
পতা যথা অপরাধ ক্ষমেন পুত্রের
সুহৃৎ না ধরে দোষ যথা সুহৃদের,
প্রেয়সীর দোষ যথা সহে তার পতি
সব দোষ অপরাধ তুমিও তেমতি,
করুণা করিয়া ক্ষমা করিও আমার
প্রপন্নের প্রতি দয়া উচিত তোমার ॥ ৯ ॥

(১০)

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টৌ ।
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

যে রূপ তোমার পূর্ব্বে দেখিনি কখন
হেরি সেই বিশ্বরূপ বিশ্ববিমোহন,
আনন্দে হ'য়েছে সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত
অথচ ভয়েতে মন হ'তেছে ব্যথিত,
অতএব হে দেবেশ ! এরূপ তোমার
লুকায়ে দেখাও মোরে সেরূপ আবার,
হে জগন্নিবাস দেব ! রাখ এ মিনতি
সুপ্রসন্ন হও এই অধমের প্রতি ॥ ১০ ॥

(১১)

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
 ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
 তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
 সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥

করে গদা চক্র শিরে কিরীট ভূষণ
 হেরিতে তোমার সেই মুরতি মোহন,
 ওহে বিশ্বমূর্তি ! বাঞ্ছা হ'তেছে আমার
 হে সহস্রবাহ ! ধর সেরূপ আবার,
 এ বিরাট বিশ্বরূপ করি সংবরণ
 সেই চতুর্ভুজরূপে দাও দরশন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াম্ অর্জুনকৃতং বিশ্বরূপস্তোত্রম্ ।



PRESENTED BY
Rai Bahadur Gobindal Bonnerjee.
"LOTUS LODGE", Calcutta.

